HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ০১ মুদ্রা বা অর্থ

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মুদ্রা বা অর্থ
টপিক ০২: মুদ্রার কার্যাবলী
টপিক ০৩: আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব
টপিক ০৪: বিহিত মুদ্রা
টপিক ০৫: মুদ্রার মূল্য
টপিক ০৬: মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ
টপিক ০৭: মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব
টপিক ০৮: ব্যাংক
টপিক ০৯: বাণিজ্যিক ব্যাংক
টপিক ১০: অনলাইন ব্যাংকিং
টপিক ১১: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১২: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মুদ্রা বা অর্থ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুদ্রা বা অর্থ

ভূমিকা (Introduction): মানব ইতিহাসের বহু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়নে। অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থা এ পথে এক বিস্ময়কর সংযোজন। অতীতে দ্রব্য-কড়ি বিনিময়ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও ক্রমবিবর্তনে মানুষের চলার পথকে সহজ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অর্থের উদ্ভব হয়।

মুদ্রা বা অর্থ

বর্তমানে মুদ্রাই বিনিময়ের সর্বজনস্বীকৃত মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, মুদ্রা বা অর্থ এরূপ একটি বিনিময়ের মাধ্যম যা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য, যার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় এবং সকল প্রকার লেনদেন তথা দেনা-পাওনার হিসাব সম্পন্ন করা যায়। অর্থাৎ যা বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার, মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে, তাই মুদ্রা বা অর্থ। বিভিন্ন দেশে অর্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- বাংলাদেশে টাকা, ভারতে রুপি, জাপানে ইয়েন, জার্মানিতে মার্ক/ইউরো, যুক্তরাজ্যে পাউন্ড স্টার্লিং এবং আমেরিকায় ডলার ইত্যাদি।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ মুদ্রা বা অর্থের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেন।

অর্থনীতিবিদ ওয়াকার বলেন, 'Money is what Money does'.

'An Outline of Money' গ্রন্থে অধ্যাপক জি. ক্রাউথার (G. Crowther) বলেন, "অর্থ এমন একটি জিনিস যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।" ("Money may be defined as anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and as a store of value.")

মুদ্রা বা অর্থ

অধ্যাপক রবার্টসন (Robertson) বলেন, "দ্রব্যসামগ্রীর দাম অথবা অন্যান্য ব্যবসায়গত কার্যকলাপের পাওনা হিসেবে যা সাধারণত সর্বত্র গ্রহণযোগ্য তাই অর্থ।" ("Anything which is widely accepted in the payment of goods or in discharge of other kinds of obligations is money." -Robertson)

অধ্যাপক লর্ড কেইনস্-এর মতে, "অর্থ এমন একটা দ্রব্য যা হস্তান্তর করে ঋণের চুক্তি ও দামের চুক্তি মেটানো যায় এবং যার মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখা যায়।"

অতএব উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করে বলা যায়, যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, স্থগিত লেনদেনের মান ও ঋণ পরিশোধের উপায় হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও আইনসিদ্ধ এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকে মুদ্রা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, "Money is usually defined as the stock of those items that have a unique characteristic widespread acceptability for the purpose of making payment." অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে ঐ সকল উপাদানের মজুত যাতে লেনদেনের উদ্দেশ্যে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

মুদ্রা বা অর্থ

পূর্বে উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে অর্থের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায়:

১. প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজস্ব একক মুদ্রা (অর্থ) প্রচলন করে যার বিনিময় মূল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

২. অর্থ বিনিময়ব্যবস্থার গতিশীলতা সৃষ্টি করে।

৩. সঞ্চয়ের বাহন, মূল্যের পরিমাপক এবং ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনা মেটানোর ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

৪. ব্যবসায়িক লেনদেন, ঋণ ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

৫. অর্থের উৎপাদিকাশক্তি বিদ্যমান।

৬. এটি আয় বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৭. অর্থ সামাজিক মর্যাদার বাহন হিসেবে কাজ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ০২ মুদ্রার কার্যাবলী

মুদ্রার কার্যাবলী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মুদ্রার কার্যাবলী

আধুনিক অর্থনীতি একান্ত অর্থভিত্তিক। ফলে অর্থ বর্তমান অবস্থায় একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে পরিগণিত। মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অর্থ প্রধানত তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করে থাকে। যথা-

(ক) বাণিজ্যিক কার্যাবলি,

(খ) সামাজিক কার্যাবলি এবং

(গ) মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি।

(ক) বাণিজ্যিক কার্যাবলি (Commercial Functions): অর্থের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোই বাণিজ্যিক কার্যাবলি। অর্থের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক কার্যাবলি হলো-

"Money is a matter of functions four
A medium, a measure, a standard, a store."

অর্থাৎ অর্থের কাজ হলো চার-মাধ্যম, পরিমাপক, মান ও ভাণ্ডার।

অর্থের বাণিজ্যিক কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(১) বিনিময়ের মাধ্যম: অর্থের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেন সম্পন্ন করা। অর্থই বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। তাই এর দ্বারা যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়, ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়।

মুদ্রার কার্যাবলী

(২) মূল্যের পরিমাপক: দ্রব্য বিনিময় প্রথায় মূল্য পরিমাপের কোনো সাধারণ মানদণ্ড না থাকায় বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। কিন্তু অর্থ সকল দ্রব্য, সেবা বা সম্পদের মূল্য পরিমাপের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে বিধায় বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও লেনদেন সহজতর হয়েছে।

(৩) স্থগিত লেনদেনের মান: স্থগিত লেনদেন বলতে ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনাকে নির্দেশ করে। দ্রব্যমূল্য দ্রুত পরিবর্তনশীল হলেও অর্থের মূল্য দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। ঋণদাতা অর্থ দ্বারা ঋণ দেয় এবং ঋণগ্রহীতা অর্থ দ্বারা তা পরিশোধ করে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চলতেথাকে।

(৪) সঞ্চয়ের বাহন: অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল ও ক্ষণস্থায়ী বলে দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের মাধ্যমে সঞ্চয় সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থ দ্বারা সবকিছু বিনিময় করা যায় বলে এরূপ দ্রব্যসামগ্রী বা সেবার মূল্য অর্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে মানুষ তার উৎপাদিত আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে তা অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করতে পারে।

(৫) মূল্য স্থানান্তরের বাহন: অনেক দ্রব্যসামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজ ও নিরাপদে স্থানান্তর করা যায় না। যেমন-অনেক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে যা একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায় না কিন্তু অর্থের মাধ্যমে তা বিক্রয় করে এর মূল্য সহজে দূরে স্থানান্তর করা যায়। এভাবে মূল্য স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থ সম্পদ ব্যবহার ও আর্থিক লেনদেনে সাহায্য করে।

মুদ্রার কার্যাবলী

(৬) ঋণের ভিত্তি: অর্থ ঋণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বর্তমানকালে ব্যবসায়িক লেনদেনের অধিকাংশ বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র, যেমন- চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতির সাহায্যে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে আমানত হিসাবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে।

(৭) তারল্যের মান অর্থ সবচেয়ে তরল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থের তারল্য গুণের ফলে, দ্রব্যসামগ্রীকে যেমন সহজেই অর্থে রূপান্তর করা যায়, তেমনি অর্থকেও দ্রব্যসামগ্রীতে রূপান্তর করা যায়। এভাবে অর্থ তারল্যের মান হিসেবে কাজ করে।

(৮) তৃপ্তি বৃদ্ধি করার উপায়: ভোক্তার প্রধান লক্ষ্য হলো সীমিত আয়ের মধ্য থেকে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করা। মার্শালের মতানুসারে, বিভিন্ন দ্রব্যের একক হতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ (MU) যখন উক্ত দ্রব্যের প্রতি এককের দামের (P) সমান হয় তখনই ক্রেতা সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করে। এছাড়াও ভোক্তা অর্থের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনমাফিক দ্রব্যাদি ক্রয় করে তৃপ্তি বাড়াতে পারে।

(৯) বণ্টনের কাজ: দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন, উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপকরণগুলোর পারিশ্রমিক অর্থের মাধ্যমে বণ্টিত হয়। বণ্টনব্যবস্থা সহজীকরণের ক্ষেত্রে অর্থ মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

মুদ্রার কার্যাবলী

(খ) সামাজিক কার্যাবলি (Social Functions): অর্থ নানাবিধ সামাজিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। অর্থের সামাজিক কার্যাবলি বর্তমানকালে গুরুত্বের সাথে স্বীকার করা হয়। যেমন-

(১) সামাজিক মর্যাদা ও নিশ্চয়তার প্রতীক সমাজে মানুষের মর্যাদা ও নিরাপত্তা দ্রব্যসামগ্রী ও সম্পদের আর্থিক মূল্যমানের দ্বারাই নির্ণীত হয়।

(২) সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা: বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবের ক্ষেত্রে অর্থ দ্বারা উপহার-উপঢৌকন প্রদান করে অনেক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করা যায়। এর ফলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

(গ) মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি (Psychological Functions): আধুনিককালে অর্থ সামাজিক মর্যাদার বাহন হিসেবে কাজ করে। ধনী ব্যক্তিদেরকে সমাজে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। এছাড়া নগদ অর্থ মানুষের মনোবল বাড়ায় এবং মানুষকে উৎফুল্ল রাখে। এর ফলে সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি পায় এবং বস্তুগত প্রগতি ত্বরান্বিত হয়। এভাবে অর্থ তার বিভিন্নমুখী ব্যবহার ও উপযোগ দ্বারা ব্যক্তিজীবনে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থ পূর্বোক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে দ্রব্য বিনিময় প্রথার সকল অসুবিধাকে দূর করে বিনিময় ব্যবস্থাকে সহজ, উন্নততর এবং সার্বজনীন করেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ০৩ আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। 'অর্থের ব্যবহার না থাকলে সভ্যতার চাকা অচল' একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। অধ্যাপক মার্শাল মনে করেন, 'অর্থকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক জগৎ আবর্তিত হয়।' সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো প্রথমে যদিও মুদ্রাবিহীন অর্থনৈতিকব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তা সফল হয়নি। আধুনিক অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে অর্থের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

(ক) অর্থনৈতিক গুরুত্ব: অর্থের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সর্বাধিক। অর্থ শুধু বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপকই নয় বরং উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থার প্রায় সকল ক্ষেত্রে অর্থের ব্যাপক কার্যকারিতা রয়েছে।

(১) উৎপাদন: উদ্যোক্তা উৎপাদনসংক্রান্ত যেসব কার্য পরিচালনা করে এবং বাজারব্যবস্থা, শ্রমের বিশেষায়নসহ সকল প্রকার মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া সবই অর্থের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আধুনিক অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন, বৃহদায়তন উৎপাদনসহ সকল প্রকার উৎপাদনব্যবস্থাকে সচল রাখে অর্থ। অর্থ ছাড়া উৎপাদনব্যবস্থা স্থবির ও গতিহীন।

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব

(২) বিনিময় : অর্থ বিনিময়ব্যবস্থাকে সহজ করেছে। অর্থ সর্বজনস্বীকৃত হওয়ার ফলে মানুষ যেকোনো দ্রব্যের পরিবর্তে অর্থকে গ্রহণ করে। মূলত দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধার কারণে সহজ বিনিময়ের প্রচলন ঘটাতেই অর্থের আবিষ্কার ত্বরান্বিত হয়।

(৩) বণ্টন: অর্থের মাধ্যমেই আধুনিক জটিল উৎপাদনব্যবস্থায় যেসব উপাদান অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে সুষ্ঠু ও সমতাভিত্তিক আয়-বণ্টন সম্ভব। অর্থের দ্বারা উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপাদানসমূহের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতানুসারে উপকরণের পারিশ্রমিক নির্ধারণ তথা আয় বণ্টন করা হয়।

(৫) মূল্য পরিমাপক অর্থ হলো মূল্য পরিমাপের মাপকাঠি। দ্রব্য বিনিময়ব্যবস্থায় মূল্য পরিমাপের কোনো স্বীকৃত নির্দিষ্ট মাপকাঠি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মূল্যের পরিমাপক হিসেবে অর্থ সর্বত্র স্বীকৃত এবং সকল দ্রব্যের মূল্য অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

(৬) সঞ্চয় সুবিধা: অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্রব্য পচনশীল ও পরিবহণ অসুবিধাজনক কিন্তু অর্থ সহজে ও নিরাপদে সঞ্চয় করা যায়। এজন্য অর্থের প্রচলনের ফলে মানুষের ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে মূলধন গঠনের হার ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৭) ঋণের সুবিধা: আধুনিককালে ক্রমবর্ধমান হারে ঋণের সাহায্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলছে। এক্ষেত্রে অর্থই হলো ঋণের ভিত্তি এবং ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনার হিসাব অর্থের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব

(৮) ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে: অর্থ ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থের প্রচলনের ফলে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন সহজ ও নিরাপদ হয়েছে। এর প্রচলনের ফলেই ব্যবসায়-বাণিজ্য এতটা প্রসারিত ও গতিশীল হতে পেরেছে।

(৯) মূল্য হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অর্থ প্রচলনের ফলে মানুষ সহজেই তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছে যা অর্থের অনুপস্থিতিতে কার্যত অসম্ভব।

(১০) রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার অর্থের মাধ্যমে কর ধার্য ও সংগ্রহ করে এবং সরকারের বিভিন্ন ব্যয়ও এর মাধ্যমেই সম্পন্ন করে। তাই রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব

(খ) সামাজিক গুরুত্ব: সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক প্রগতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অর্থ। অর্থব্যবস্থার বিকাশের দ্বারাই সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সমাজের প্রতিটি সদস্যের অবস্থান, সামাজিক মান মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা সবকিছুই অর্থের মানদণ্ডে নির্ধারিত হয়।

(গ) রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্থের রাজনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম এবং দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, উন্নয়ন নীতি নির্ধারণে অর্থই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ঘ) পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা: পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অর্থের ভূমিকাই প্রধান। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ, অবাধ ব্যবসায়-বাণিজ্য, ভোগ, দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অর্থই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত।

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের গুরুত্ব

(ঙ) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা: সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো পরিকল্পিত অর্থনৈতিকব্যবস্থা যা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ অর্থব্যবস্থায়ও বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, মূল্য স্থানান্তরের বাহন, স্থগিত লেনদেনের মান ও সঞ্চয়ের বাহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবহৃত হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অর্থের ভূমিকা অপরিসীম। অর্থকে কেন্দ্র করেই বর্তমান অর্থনৈতিক জগৎ আবর্তিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার বলেন, "অর্থনীতিতে, মানুষের সমাজ জীবনের ব্যবসায়-বাণিজ্যসংক্রান্ত কার্যাবলির ক্ষেত্রে অর্থ একটি অনবদ্য আবিষ্কার যাকে কেন্দ্র করে বাকি সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত।" এর গুরুত্ব সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ গোল্ডেন ওয়েইজার (Golden Weiser)-এর মত হলো, "আধ্যাত্মিক কল্যাণের ক্ষেত্রে অর্থের সঠিক পরিমাণ ও বণ্টন হয়ত দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাদান বা কোনো উপাদান হিসেবেই বিবেচিত না হতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক কল্যাণের রূপ সৃষ্টিতে অর্থ নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী উপাদান।"

অতএব বলা যায়, আধুনিক অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ০৪ বিহিত মুদ্রা

বিহিত মুদ্রা

This Topic is important for

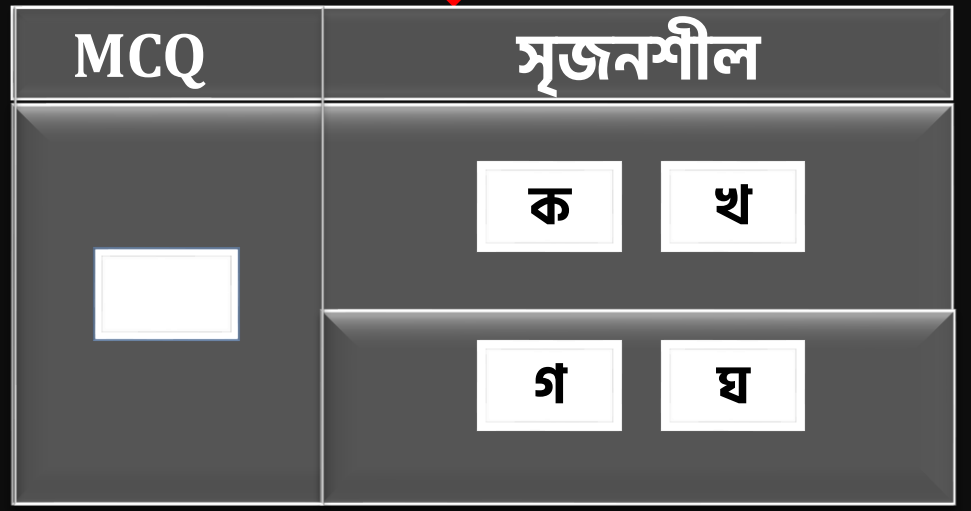

বিহিত মুদ্রা

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে মুদ্রা বিনিময় প্রথার প্রচলন শুরু হয়। বর্তমানে মুদ্রা ছাড়াও দেনা-পাওনা মিটানোর জন্য লেনদেনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঋণপত্র যেমন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বন্ড ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এসব ঋণপত্র মুদ্রার মতো কাজ করলেও এগুলো মুদ্রা নয়। এ ধরনের ঋণপত্রের প্রচলন গতি কম এবং জনগণ গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য নয়। তাই এগুলোকে প্রায় মুদ্রা (Near Money) বা ঐচ্ছিক মুদ্রা (Optional Money) বলে। তবে সরকার আইনের মাধ্যমে যে মুদ্রা চালু করে এবং মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দেশের জনসাধারণ যা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে, তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। সমাজের সকল ব্যক্তিই লেনদেনের কাজে এ মুদ্রা গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য। কোনো ব্যক্তি এ মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। বিহিত মুদ্রা দু'প্রকার। যথা:

বিহিত মুদ্রা

(ক) অসীম বিহিত মুদ্রা (Unlimited Legal Tender Money): লেনদেনের পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন তা যে অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা যায়, তাই সীমাহীন বা অসীম বিহিত মুদ্রা। বাংলাদেশে ১.০০, ২.০০, ৫.০০, ১০.০০, ২০.০০, ৫০.০০, ১০০.০০, ২০০,০০, ৫০০.০০ ও ১০০০.০০ টাকার নোট অসীম বিহিত মুদ্রা। এ মুদ্রা তৈরিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা রেখে মুদ্রার মানকে ধরে রাখে। জনগণও এরূপ মুদ্রা পরিশোধ করে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা যত ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারে। - এ মুদ্রার প্রচলনই বর্তমানে শতভাগ চলছে। তবে বর্তমানে বড় অংকের অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে ১.০০ টাকা হতে ৫.০০ টাকার তেমন প্রচলন লক্ষ্য করা যায় না।

(খ) সসীম বা সীমিত বিহিত মুদ্রা' (Limited Legal Tender Money): লেনদেনের কাজে যে অর্থের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক কোনো ব্যক্তিকে গ্রহণে আইনত বাধ্য করা যায় না, তাই সসীম বা সীমিত বিহিত মুদ্রা। বাংলাদেশে ০.০১ টাকা, ০.০২ টাকা, ০.০৫ টাকা ইত্যাদি সীমিত বিহিত মুদ্রা যা ১.০০ টাকার বেশি কোনো ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায় না। এছাড়া, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রাও সসীম বিহিত মুদ্রা। এ মুদ্রা গ্রহণকারী কী পরিমাণ গ্রহণ করবে, বা আদৌ গ্রহণ করবে কী-না তা নির্ভর করবে তার ইচ্ছার ওপর। এসব মুদ্রার বিনিময়ে জনগণ সমপরিমাণ স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা দাবি করতে পারে না। বর্তমানে এর প্রচলন তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

বিহিত মুদ্রা

আমানত বা ঋণ

'আমানত' বা ঋণ সৃষ্টির সাথে 'ব্যাংক' বা 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' জড়িত। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে। এ ধরনের আমানতকে সৃষ্ট আমানত (created deposits) বা পরোক্ষ আমানত বলে। আবার জনগণ ব্যাংকে অর্থ জমা দেওয়ার মাধ্যমে যে আমানত সৃষ্টি করে, তাকে প্রকৃত আমানত (actual deposits) বা প্রত্যক্ষ আমানত বলে। তিন ধরনের হিসাব চালু করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রত্যক্ষ আমানত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে গ্রাহক (i) চলতি আমানত, (ii) সঞ্চয়ী আমানত এবং (iii) স্থায়ী আমানত যেকোনোটি বা পৃথক পৃথক হিসাবে সবগুলো গ্রহণ করতে পারে।

ক. চলতি আমানত (Demand Deposits): যে আমানতের অর্থ-আমানতকারী তার প্রয়োজনে যেকোনো সময় উত্তোলন করতে পারে সে আমানতকে চলতি আমানত বলে। এরূপ আমানত হতে আমানতকারী কোনো সুদ পায় না।

খ. সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposits): দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে সংগ্রহ করে এরূপ আমানত গঠন করা হয়। আমানতকারী আমানতকৃত অর্থের ওপর সুদ লাভ করে তবে সপ্তাহে দু বারের বেশি অর্থ উত্তোলন করতে পারে না। অধিক অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে ব্যাংকে পূর্বেই নোটিশ প্রদান করতে হয়।

বিহিত মুদ্রা

আমানত বা ঋণ

গ. স্থায়ী আমানত (Fixed Deposits): নিরাপত্তার সাথে অধিক মুনাফার আশায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন কোনো নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের লক্ষ্যে আমানত রাখেন, তখন সেই আমানতকে স্থায়ী বা মেয়াদি আমানত বলে। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ আমানতের অর্থ উত্তোলন করা যায় না। মেয়াদের পূর্বেই উত্তোলন করলে আমানতকারীকে কম সুদ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে আমানতের সর্বনিম্ন মেয়াদ ১ বছর, সর্বোচ্চ ১০ বছর হতে পারে।

এক্ষেত্রে আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়ার শুরুতে প্রথমে যে আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে থাকে, তাকে প্রাথমিক আমানত (প্রাথমিক রিজার্ভের পরিমাণ) বলে। প্রাথমিক আমানত এবং তার ভিত্তিতে সৃষ্ট যে আমানত পাওয়া যায়, এ দুটির সমষ্টিকে মোট সম্প্রসারিত আমানত বলে।

বিহিত মুদ্রা

বিহিত মুদ্রা এবং আমানত এর মধ্যে পার্থক্য

বিহিত মুদ্রা এবং আমানতের মধ্যে বেশকিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

১. রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত মুদ্রাই হলো বিহিত মুদ্রা। পক্ষান্তরে, জনগণের নিকট হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে তথা আমানত সংগ্রহের ফলেই ব্যাংক জনগণকে ঋণ প্রদান করে।

২. বিহিত মুদ্রা ধারণায় রাষ্ট্র ও সরকার জড়িত। কিন্তু আমানতে সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান জড়িত।

৩. বিহিত মুদ্রা ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যম সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, আমানত সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল যোগান দেয়।

৪. বিহিত মুদ্রা ধারণায় এর সাথে বিকল্প প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের কোনো সুযোগ নেই। আমানতের ক্ষেত্রে জনগণ বা গ্রাহক বিকল্প প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সুযোগ পায়।

৫. দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো বিহিত মুদ্রা গ্রহণে বাধ্য থাকে। কিন্তু ব্যাংক আমানতের ভিত্তিতে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না।

বিহিত মুদ্রা

বিহিত মুদ্রা এবং আমানত এর মধ্যে পার্থক্য

৬. বিহিত মুদ্রার তারল্য অসীম, যেকোনো সময় যেকোনো জিনিস কেনা যায়। কিন্তু ব্যাংক আমানতের এরূপ তারল্য নেই বা ইচ্ছা করলেই দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করা যায় না।

৭. বিহিত মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে। পক্ষান্তরে ব্যাংক আমানতের ভিত্তিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাবের ওপর চেক প্রদান করতে হয়।

৮. বিহিত মুদ্রা দুই প্রকার। যথা- (ক) অসীম বিহিত মুদ্রা ও (খ) সসীম বিহিত মুদ্রা। পক্ষান্তরে, আমানত তিন প্রকার। যথা-(ক) চলতি, (খ) সঞ্চয়ী এবং (গ) মেয়াদি আমানত।

৯. বিহিত মুদ্রার ক্ষেত্রে সুদের হিসাব হয় না কিন্তু আমানতের ক্ষেত্রে সুদের হিসাব হয়।

আলোচনা হতে বলা যায়, কোনো দেশের আমানতের সম্পূর্ণ অর্থই বিহিত মুদ্রা কিন্তু বিহিত মুদ্রার সম্পূর্ণ অংশ আমানত নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ০৫ মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মুদ্রার মূল্য

অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝায়। অর্থের নিজস্ব মূল্য না থাকলেও এর মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবাকর্মের দাম প্রকাশ করা হয়। অতএব বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবাকর্ম ক্রয় করা যায়, তাকে অর্থের মূল্য বলা হয়।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থের মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন।

ডি. এইচ. রবার্টসন বলেন, “এক একক অর্থের বিনিময়ে সাধারণভাবে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করা যায়, তাকে সেই অর্থের মূল্য বলা হয়।” (The value of money means the amount of things in general which will be given in exchange for a unit money." - D. H. Robertson.)

অধ্যাপক জে. এল. হ্যানসেন-এর মতে, "অর্থ যা ক্রয় করে তাই অর্থের মূল্য।"

অধ্যাপক ফিসার (Fisher) তাঁর বিনিময় সমীকরণে ('Equation of Exchange') দেখান যে, অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে দ্রব্যের দামের সঙ্গে অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দ্রব্যের দামস্তর দ্বিগুণ হয় কিন্তু অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়।

মুদ্রার মূল্য

সূত্র: অর্থের মূল্যকে সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হলে লেখা যায়, অর্থের মূল্য = ১ ÷দামস্তর

বা, $Vm = \frac{1}{P}$। এক্ষেত্রে দামস্তর (P) বাড়লে অর্থের মূল্য (Vm) হ্রাস পায় এবং দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। (Vm = Value of Money, P = Price Level) রেখাচিত্র:

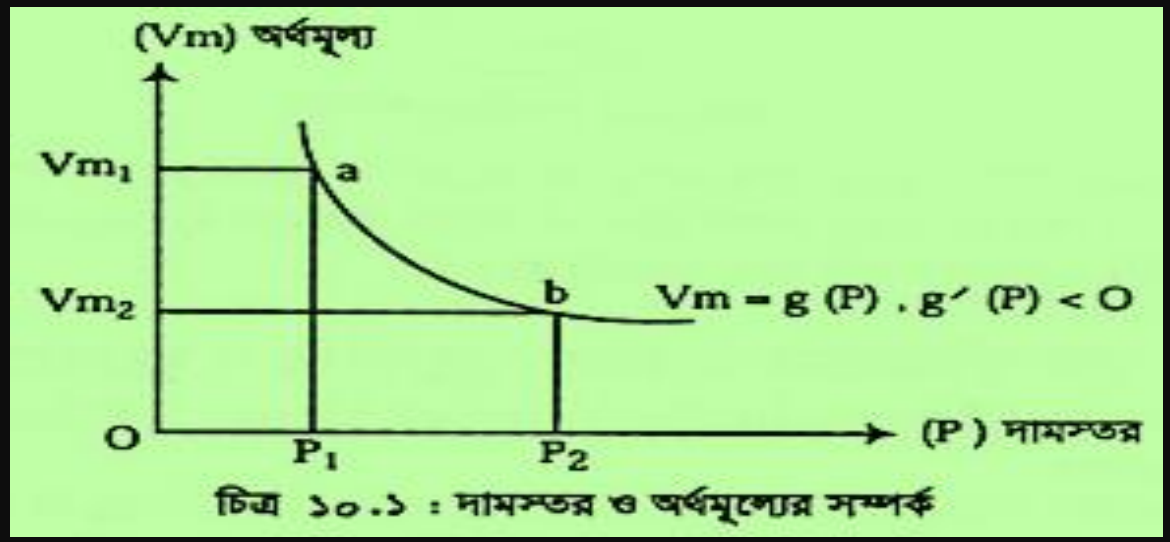

চিত্র ১০.১ : দামস্তর ও অর্থমূল্যের সম্পর্ক

চিত্র বিশ্লেষণ:

চিত্রে ভূমি অক্ষে দামস্তর (P), লম্ব অক্ষে অর্থমূল্য (Vm) নির্দেশ করা হয়। চিত্র থেকে বোঝা যায়, দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে OP_1 থেকে OP_2 হলে অর্থমূল্য হ্রাস পেয়ে OVm_1 থেকে OVm2 হয়। অর্থাৎ দামস্তরের সাথে অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত [g' (P) <0]।

মুদ্রার মূল্য

উদাহরণ: ১৫ টাকা দ্বারা ১ কেজি চাল ক্রয় করা হলে, ১৫ টাকার মূল্য = ১ কেজি চাল। অর্থাৎ ১ টাকা = ১/১৫ কে. জি. চাল। আবার চালের দাম বেড়ে ১ কেজি ২০ টাকা হলে, সেক্ষেত্রে ২০ টাকা = ১/২০ কেজি চাল। বা, ১ টাকা = = ২০ ২০ কে. জি. চাল। অর্থাৎ চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ টাকায় আগের চেয়ে কম দ্রব্য পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, অর্থের মূল্য দ্রব্যের দামের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং অর্থের মূল্য দ্রব্যের দামস্তরের ওপর বিপরীতভাবে নির্ভরশীল।

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন

অর্থের মূল্য অর্থের ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং অর্থের মূল্য পরিবর্তন বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তনকে বোঝানো হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যদি পূর্বের তুলনায় বেশি দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করা- যায়, তাহলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বিপরীত অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যদি পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করা যায় সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য হ্রাস পায়। সুতরাং পণ্যদ্রব্যের দামস্তর পরিবর্তনের সাথে অর্থের ক্রয়ক্ষমতার যে পরিবর্তন হয়, তাকেই অর্থের মূল্য পরিবর্তন (Changes in the value of money) বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, সময়ের ব্যবধানে দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে এবং দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। ধারণাটি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখান হলো:

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন

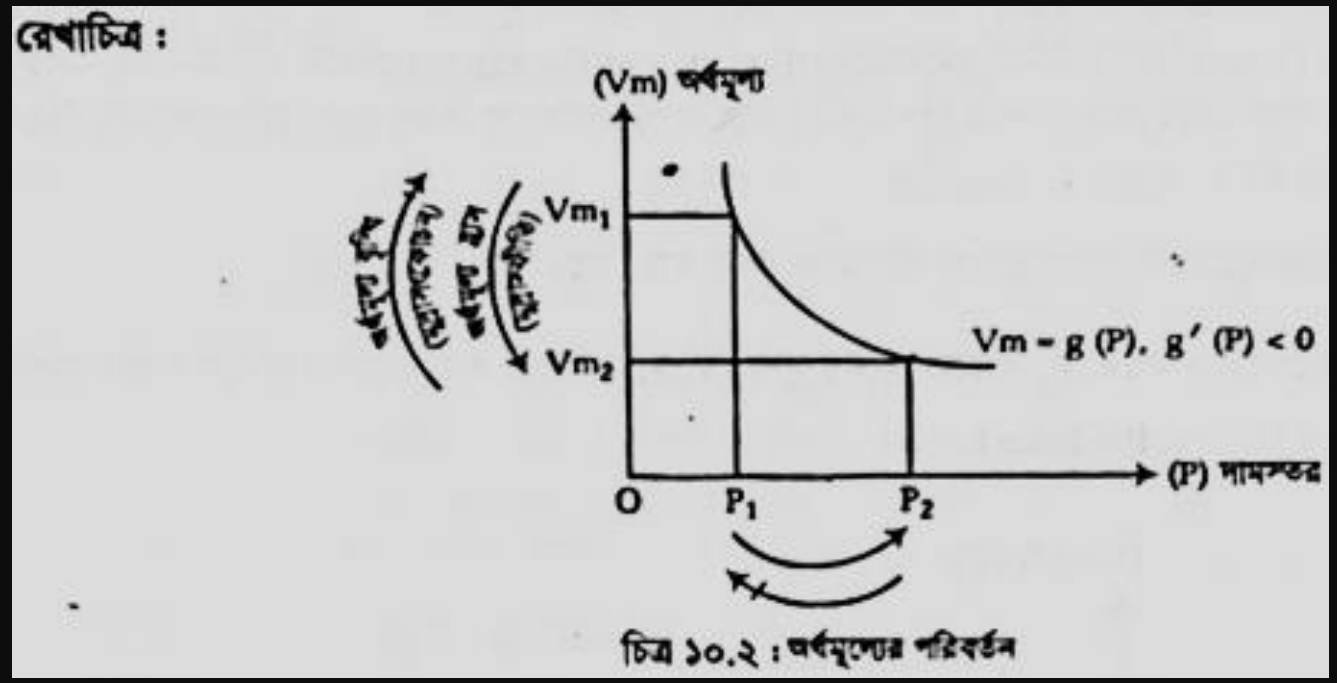

চিত্র ১০.২ : অর্থমূল্যের পরিবর্তন

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে দামস্তর OP_1 হতে OP2' তে বাড়লে অর্থমূল্য OVm_1 হতে OVm2 তে কমে (এটি মুদ্রাস্ফীতির সময় ঘটে)। দামস্তর OP_2 থেকে OP। এ কমলে অর্থমূল্য OVm2 থেকে OVm_1 এ বাড়ে (যা মুদ্রাসংকোচনকালীন ঘটে)। এভাবে অর্থের মূল্য পরিবর্তন হয়।

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল

অর্থের মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব সমাজের সকল লোকের ওপর সমানভাবে পড়ে না। একটি দেশের অর্থনীতিতে অর্থের মূল্য পরিবর্তনে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের সৃষ্টি হয়। দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হলে দ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধি বা অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং মুদ্রাসংকোচনের বা মন্দার সৃষ্টি হলে দামস্তর হ্রাস পায়, তখন অর্থমূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অর্থের মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলকে নিম্নোক্ত দু'ভাগে আলোচনা করা যায়:

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল

(ক) মুদ্রাস্ফীতি: দামস্তর বৃদ্ধি বা অর্থের মূল্য হ্রাসের ফলাফল

১. উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী: দামস্তর বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়িগণ লাভবান হয়। কারণ দামস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় না, ফলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

২. বিনিয়োগকারী: দ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধি পেলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। তখন বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় অধিক বিনিয়োগ করে তারা লাভবান হয়।

৩. কর্মসংস্থান : দামস্তরের বৃদ্ধির কারণে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা বাড়ে। এ কারণে বিনিয়োগকারী অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে। ফলে কর্মসংস্থান বা নিয়োগ বৃদ্ধি পায়, দেশে বেকারত্ব হ্রাস পায়।

৪. ক্রেতা ও ভোগকারী: দামস্তর বৃদ্ধি পেলে ক্রেতা ও ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা পূর্বের তুলনায় সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে।

৫. সঞ্চয়কারী: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে অর্থের মূল্য কমে যায়, ফলে সঞ্চয়কারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হিসেবে সঞ্চিত অর্থের মূল্য কমে যায়।

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল

৬. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণগ্রহীতাদের ঋণভার হ্রাস পায় বলে তারা লাভবান হয়।পক্ষান্তরে দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেননা সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারে।

৭. সীমিত আয়ের লোক: দামস্তর বৃদ্ধি পেলে সীমিত আয়ের লোকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দামস্তর বাড়লে একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা তারা পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

৮. শ্রমিকশ্রেণি: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়লেও তাদের মজুরি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না।

৯. কৃষিজীবী: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে কৃষিজীবী সম্প্রদায় লাভবান হয়। কারণ উৎপাদন ব্যয় মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকলে যদি কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন তারা লাভবান হয়।

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল

১০. করদাতা: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে করদাতারা পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে কর পরিশোধ করতে পারে বলে করদাতা লাভবান হয়।

১১. রপ্তানি: দামস্তর বৃদ্ধির ফলে রপ্তানির পরিমাণ কমে যায় এবং আমদানি বেড়ে যায়। ফলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যায়, দেনা-পাওনার ব্যালান্স দেশের প্রতিকূলে যায়।

১২. ফটকা কারবারি : দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ফটকা কারবারিদের অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাই এরা লাভবান হয়।

১৩. রাজনৈতিক ফল: মুদ্রাস্ফীতির ফলে পণ্যদ্রব্য এবং সেবার মূল্য বৃদ্ধি পেলে মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত হ্রাস পায়। দীর্ঘদিন এরূপ মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বিদ্যমান থাকলে জনপ্রিয় সরকারও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হতে বিতাড়িত হয়।

১৪. সামাজিক ফল: দামস্তর বাড়লে সমাজে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে ভোক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে। এ সময় কর্মকর্তা কর্মচারীরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের নৈতিকতার অবক্ষয় হয়, সামাজিক শ্রেণিভেদ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

১৫. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হওয়ার জন্য সহায়ক। এরূপ দাম বৃদ্ধিতে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা বৃদ্ধির কারণে নিয়োগ, উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে দামস্তর হ্রাস পেলে কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং সমাজের আয়ও হ্রাস পায়।

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল

(খ) মুদ্রাসংকোচন: দামস্তর হ্রাস বা অর্থের মূল্য বৃদ্ধির ফলাফল

১. উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী দামস্তর হ্রাসের ফলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দামস্তর হ্রাস পেলে মুনাফা কমে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে লোকসান হয়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা সৃষ্টি হয়।

২. বিনিয়োগকারী: দামস্তর হ্রাস পেলে বিনিয়োগকারীদের মুনাফা কমে যায়। এর ফলে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়।

৩. কর্মসংস্থান : দামস্তর হ্রাস পেলে উৎপাদনকারীদের মুনাফা কমে যায় বিধায় তারা কম উৎপাদন করে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ হ্রাস পায়। মৃদু মুদ্রাস্ফীতি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক।

৪. ক্রেতা ও ভোগকারী: দামস্তর হ্রাসের ফলে ক্রেতা ও ভোগকারিগণ লাভবান হয়। কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় দ্বারা তখন পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয় বা ভোগ করতে পারে।

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল

৫. সঞ্চয়কারী: দামস্তর হ্রাস পেলে সঞ্চয়কারীরা লাভবান হয়। কারণ সঞ্চিত অর্থের মূল্য বৃদ্ধির ফলে তারা পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে।

৬. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা: দামস্তর হ্রাস বা মুদ্রা সংকোচনের ফলে ঋণদাতা লাভবান হয় ও ঋণগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, ঋণদাতা সমপরিমাণ অর্থ ফেরত পেলেও তা দ্বারা অধিক পরিমাণ দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারে। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করতে হয়।

৭. সীমিত আয়ের লোক দামস্তর হ্রাস পেলে সীমিত আয়ের লোকেরা লাভবান হয়। কারণ তারা সমপরিমাণ মজুরি দ্বারা পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে পারে।

৮. শ্রমিকশ্রেণি: দ্রব্যের দামস্তর হ্রাস পেলে শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোকেরা লাভবান হয়। কারণ তাদের মজুরির ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে ভোগ করতে পারে।

৯. কৃষিজীবী: দামস্তর হ্রাস পেলে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম যে হারে হ্রাস পায় সে হারে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কমে না। এর ফলে কৃষিজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল

১০. করদাতা: দামস্তর কমে গেলে করদাতাগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ কর পরিশোধের জন্য করদাতাদের পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করতে হয়।

১১. রপ্তানি: দামস্তর হ্রাস পেলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায় এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস পায়। এরূপ ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের ভারসাম্যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

১২. সামাজিক ফল: দামস্তর কমলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম হ্রাস পায়, কর্মসংস্থান ও আয় হ্রাস পায়। এর ফলে অর্থনীতিতে মন্দা সৃষ্টি হয়। দেশে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বেড়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

মুদ্রার মূল্য

মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল

১৩. রাজনৈতিক ফল: মুদ্রাসংকোচনকে 'মন্দা' নামেও অভিহিত করা হয়। এ সময় দামস্তর হ্রাসের ফলে মানুষের কার্যকর চাহিদা হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘমেয়াদে মুদ্রাসংকোচন কোনোভাবেই কাম্য নয়; এর ফলে জন-অসন্তোষের মাধ্যমে সরকারও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, দামস্তর বৃদ্ধির ফলে যেমন সমাজের কিছু লোক লাভবান ও কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি দামস্তর হ্রাসের ফলেও কিছু লোক লাভবান এবং কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ অর্থের মূল্য পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এজন্য Lord J.M. Keynes বলেন, "মুদ্রাস্ফীতি অন্যায় এবং মুদ্রাসংকোচন অসমীচীন।" (Inflation is unjust and deflation is inexpedient)। তাই অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দামস্তরের স্থিতিশীলতা অধিকতর কাম্য। সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে সংক্ষেপে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি (Mild inflation) বা দামস্তরের স্থিতিশীলতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ০৬ মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

মূলধন বাজার এবং মুদ্রা বাজার উভয়ই ঋণের লেনদেনের কারবার করে থাকে। স্বল্পকালীন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে মুদ্রা বাজার গঠিত এবং দীর্ঘকালীন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে মূলধন বাজার গঠিত। নিচে উভয় বাজারের উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো:

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

মুদ্রা বাজারের উপাদান: মুদ্রা বাজারের উপাদানসমূহকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়; যা নিম্নরূপ:

(i) চাহিদা সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ মুদ্রার চাহিদা বলতে নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখার প্রবণতাকে বোঝায়। সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের জনগণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রচলিত সুদের হারের প্রেক্ষিতে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে 'মুদ্রার চাহিদা' (Demand for Money) বলা হয়। যারা মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি করে:

১. ব্যক্তি: কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ স্ব-উদ্যোগে বা যৌথভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মুদ্রা বাজারে অর্থের চাহিদা সৃষ্টি করে।

২. বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান: কিছু কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন-বিমা কোম্পানি, বিনিয়োগ ট্রাস্ট, সঞ্চয়ী ব্যাংক ইত্যাদি স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় প্রকার ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ বাজারে অর্থের চাহিদা সৃষ্টি করে।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

৩. শিল্প প্রতিষ্ঠান: উৎপাদনকার্য পরিচালনার জন্য বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থের চাহিদা সৃষ্টি করে।

৪. সরকার: কখনো কখনো সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় বা বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থের বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে।

৫. বিলের দালাল: বিল বাট্টা ও পুনঃবাট্টা করে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বিলের দালাল প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থবাজারে অর্থের চাহিদা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

যে উদ্দেশ্যে মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি করে:

অর্থনীতিবিদ লর্ড জে. এম. কেইনস্-এর মতে অর্থের তারল্য পছন্দ বা নগদ অর্থের চাহিদা তিনটি উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত। যথা-

ক. লেনদেনজনিত চাহিদা (Transaction Demand for Money),

খ. সতর্কতামূলক চাহিদা (Precautionary Demand for Money),

গ. ফটকা চাহিদা (Speculative Demand for Money) ।

ধারণাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ক. মুদ্রার লেনদেনজনিত চাহিদা আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল জনগণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায়, তাকে মুদ্রার লেনদেনজনিত চাহিদা বলে। পরিবারবর্গ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন জীবনে দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়ে লেনদেন যত বেশি হবে এরূপ অর্থের চাহিদাও তত বেশি হবে।

মুদ্রার লেনদেন চাহিদা মানুষের আয়ের ওপর নির্ভর করে। কখনো কখনো এটি সুদের হার দ্বারাও প্রভাবিত হয়। তবে কেইনস মনে করেন, অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রার লেনদেন চাহিদা বাড়ে। অর্থাৎ আয়ের সাথে লেনদেন চাহিদার পরিবর্তনের সম্পর্ক ধনাত্মক।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

খ. মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় তাকে মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা বলে। এটিও মানুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং আয়ের সাথে পরিবর্তনের সম্পর্ক ধনাত্মক। মুদ্রার লেনদেন ও সতর্কতা চাহিদা অপেক্ষক $M_1 = f(Y)$; এখানে M_1 = লেনদেন ও সতর্কতা চাহিদা এবং Y = আয়।

চিত্রানুযায়ী, আয় বেড়ে Y, হতে Y_2 হলে অর্থের লেনদেন ও সতর্কতা চাহিদা বেড়ে L_1 থেকে L_2 হয়।

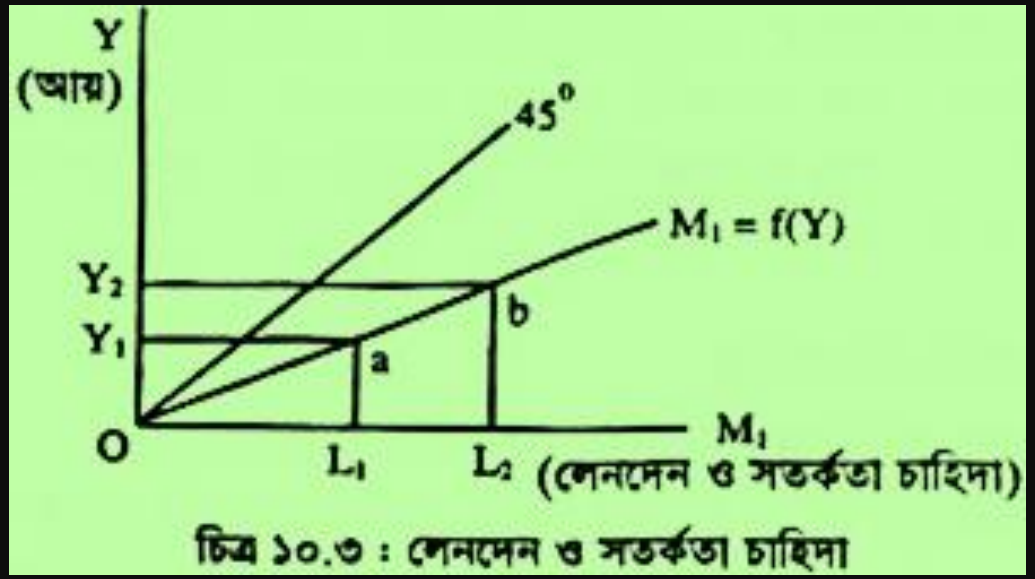

চিত্র ১০.৩ : লেনদেন ও সতর্কতা চাহিদা

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

গ. মুদ্রার ফটকা চাহিদা: মানুষের মধ্যে ধনলিপ্সা, হঠাৎ সম্পদশালী হওয়ার বাসনা রয়েছে। কিছু বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় ঋণপত্র, শেয়ারবাজার বা মধ্যস্বত্বভোগী কারবারে অর্থলগ্নী করার উদ্দেশ্যে মানুষ মুদ্রার চাহিদা সৃষ্টি করে। অর্থনীতিবিদ কেইনস্-এর মতে এরূপ চাহিদা সুদের হার দ্বারা প্রভাবিত। সুদের হার বাড়লে ফটকা চাহিদা হ্রাস পায় অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পরিবর্তনের সম্পর্ক বিপরীত। মুদ্রার ফটকা চাহিদা অপেক্ষক $M_2 = g(i)$; এখানে M_1 = ফটকা চাহিদা এবং । = সুদের হার। চিত্রানুযায়ী, সুদের হার বেড়ে। হতে হলে অর্থের ফটকা চাহিদা হ্রাস পেয়ে L, হতে L_2 হয়।

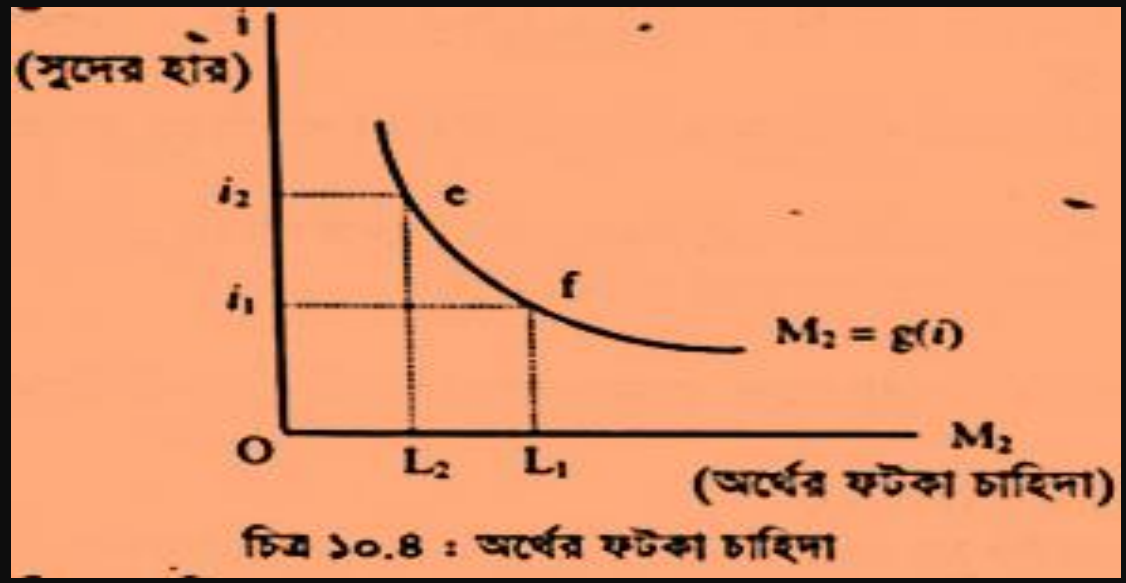

চিত্র ১০.৪ : অর্থের ফটকা চাহিদা

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

(ii) যোগান সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক: মুদ্রা বাজারের প্রধান অর্থের যোগান সৃষ্টিকারী উপাদান হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সরাসরি ঋণদান নয় বরং ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন: বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডিসকাউন্টিং হাউজ ইত্যাদির ঋণ প্রদানে সহায়তা দানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ বাজারে অর্থের যোগান সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরি ঋণ প্রদানে নিযুক্ত এ প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থ বাজারে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিনিময় বিল, ট্রেজারি বিল, অঙ্গীকার পত্র ইত্যাদি বাট্টাকরণের মাধ্যমেও বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ বাজারে অর্থের যোগান সৃষ্টি করে।

৩. বিশেষায়িত ব্যাংক: ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, গৃহ নির্মাণ ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংকের মতো কিছু বিশেষায়িত ব্যাংক বিশেষ উদ্দেশে ঋণ প্রদান করে থাকে। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহও অর্থবাজার বহির্ভূত নয়।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

৪. দেশীয় ব্যাংক: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতা বহির্ভূত, ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা ব্যাংকসমূহ দেশীয় ব্যাংক হিসেবে পরিগণিত। এরা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও দরিদ্র কৃষকদের স্বল্পকালীন ঋণ দিয়ে থাকে।

৫. স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ: গ্রাম্য ব্যবসায়ী, দালাল, প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিবর্গের নিকট সঞ্চিত উদ্বৃত্ত অর্থ সুদের বিনিময়ে স্বল্পকালীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থবাজারে অর্থের যোগানে তারতম্য ঘটায়। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গও অর্থবাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

অর্থ সরবরাহের উপাদান

অর্থ সরবরাহ (Money supply): অর্থ সরবরাহ বলতে বোঝায় সরকার কর্তৃক ছাপানো নোট ও কয়েন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোট-এর সমষ্টি যা অনুমোদিত আকারে অর্থনীতিতে বিরাজমান। অর্থাৎ অর্থের সরবরাহ বলতে জনগণের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে বোঝায়।

অধ্যাপক মিল্টন ফ্রিডম্যান (Milton Friedman) ও তাঁর অনুসারীরা অর্থ সরবরাহ বলতে জনগণের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত এবং মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে বোঝান।

সূত্রাকারে, $M_1 = DD + C + TD$, ... (i)

এক্ষেত্রে M_1 = অর্থের সরবরাহ (Money Supply), DD = ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত (Demand Deposit), C_1 = জনগণের হাতের মুদ্রা (Currency with the Public) এবং TD = মেয়াদি আমানত (Time Deposit) ।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

অর্থ সরবরাহের উপাদান

অধ্যাপক জে. জি. গার্লি (J. G. Gurley) এবং ই. এস. স (E. S. Shaw) অর্থ সরবরাহকে ব্যাপক অর্থে নির্দেশ করেন। তাঁদের মতে, অর্থ সরবরাহ হলো জনগণের হাতের মুদ্রা, চাহিদা আমানত, মেয়াদি আমানত এবং বন্ড ও শেয়ারের সমষ্টি। সুতরাং M, = DD + C + TD + ma (ii) এক্ষেত্রে ma = অন্যান্য আর্থিক সম্পদ যা DD, C_1, TD এর বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে বন্ড, পোস্টাল অর্ডার, শেয়ার ইত্যাদি আর্থিক সম্পদকে বোঝায়। তবে সাধারণ ফাংশনগত দিক হতে অর্থ সরবরাহ বলতে, MDD + C... (iii) কে বোঝায়। ওপরের তিনটি ধারণার মধ্যে ফাংশনগত দিক থেকে (iii) নং বিশ্লেষাত্মক এবং নীতি নির্ধারণের দিক হতে (i) ও (ii) নং সমীকরণ বিবেচনা করা যায়। তবে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) (iii) নং কে সংকীর্ণ এবং (i) নং কে বিস্তৃত অর্থে, অর্থ সরবরাহের ধারণা হিসেবে ব্যবহার করেন।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

অর্থ সরবরাহের উপাদান

অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহ: অর্থ সরবরাহের সংজ্ঞার ব্যাপারে মনিটারিস্ট অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে M_1, M_2 ও M3 কে অর্থ সরবরাহের উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেখানে, M_1 = জনগণের হাতের মুদ্রা + বাণিজ্যিক ব্যাংকে চাহিদা আমানত, M_2 = M_1 + বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদি আমানত, M3 = M2+ বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত।

তবে, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) সংকীর্ণ অর্থে M_1 কে ও বিস্তৃত অর্থে M_2 কে অর্থ সরবরাহের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে অর্থ সরবরাহের মূল উপাদানসমূহ হচ্ছে:

১. জনগণের হাতের মুদ্রা (Currency with the public),

২. চাহিদা আমানত (Demand Deposits),

৩. মেয়াদি আমানত (Time Deposits) ।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

অর্থ সরবরাহের উপাদান

১. জনগণের হাতের মুদ্রা (Currency with the public): জনগণের হাতের মুদ্রা বলতে মোট অর্থ সরবরাহ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত অর্থ এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভল্টে রক্ষিত অর্থের সমষ্টি বাদ দিলে যা থাকে তাকে বোঝায়।

অর্থাৎ $C_1 = M_1 - (CC + CB)$, এখানে Cu = জনগণের হাতের অর্থ, M_1 = অর্থের সরবরাহ, Cc = কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং বিভাগে সংরক্ষিত মুদ্রা, CB = বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভল্টে রক্ষিত নোট। যে দুটি উপাদান বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলো জনগণের হাতে আসে না।

২. চাহিদা আমানত (Demand Deposit): চাহিদা আমানত বলতে ব্যাংকে জমাকৃত গ্রাহকদের সে আমানতকে বোঝায়, যে আমানতের টাকা চাহিবামাত্র গ্রাহকদেরকে ব্যাংক দিতে বাধ্য থাকে। এ ধরনের আমানত যারা ব্যাংকে রাখে তা যেকোনো সময় নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় এবং লেনদেনের কাজেও চেক ইস্যু করে ব্যবহার করা যায়।

যেমন- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রে চেক ইস্যু করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লেনদেন করে। তাছাড়া, বাংলাদেশসহ অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশেও চেকের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

সূত্রাকারে, $DD = M, (C_1 + TD)$ অর্থাৎ মোট অর্থ সরবরাহ থেকে জনগণের হাতের মুদ্রা ও মেয়াদি আমানতের সমষ্টি বাদ দিলে চাহিদা আমানত পাওয়া যায়।

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপাদানসমূহ

অর্থ সরবরাহের উপাদান

৩. মেয়াদি আমানত (Time Deposit): যেহেতু চাওয়ামাত্র দেনা পরিশোধের কাজে এ অর্থ ব্যবহার করা যায় না, তাই সংকীর্ণ অর্থে না হলেও বিস্তৃত অর্থে মেয়াদি আমানত অর্থ সরবরাহের উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যে টাকা ওঠানো যায় না, তাকে মেয়াদি আমানত বলে। মোট অর্থ সরবরাহ (M,) হতে চাহিদা আমানত (DD) এবং জনগণের হাতের মুদ্রা (C) বাদ দিলে যা থাকে, তাকে মেয়াদি আমানত (TD) বলা হয়।

অতএব, $TD = M, - (C_1+DD)$

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অর্থ সরবরাহের উপাদান হলো প্রধানত তিনটি। যথা- (১) জনগণের হাতের মুদ্রা (Cu), (২) ব্যাংকের চাহিদা আমানত (DD) ও (৩) ব্যাংকের মেয়াদি আমানত (TD)। .. অর্থ সরবরাহ Ms = Cu + DD + TD

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ০৭ মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পরবর্তীতে অধ্যাপক ফিসার (Irving Fisher) ১৯১১ সালে The Purchasing Power of Money' গ্রন্থে অর্থের পরিমাণ ও অর্থের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তাই ফিসারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

১৮৮৬ সালে Simon Newcomb তাঁর 'Principle of Political Economy'-তে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব সম্পর্কে যে মতামত রাখেন তাকেই পরিমার্জিত করেন ফিসার। এজন্য অনেকে ফিসারের তত্ত্বকে 'Newcomb-Fisher Approach' বলে। এ তত্ত্বকে American version of quantity theory of money বলা হয়। আবার অনেকে এ তত্ত্বকে 'Crude Quantity Theory' বা 'Old-Fashioned Quantity Theory of Money' বলে।

মূল বক্তব্য: ফিসারের মতে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের প্রচলন গতি ও বাণিজ্যের পরিমাণ স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণের সাথে দাম স্তরের সম্পর্ক সমানুপাতিক হবে। তখন দ্রব্যের দামের সাথে অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত হয়। সে অবস্থায় অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থের যোগানের পরিবর্তন 'দামস্তরের ওপর সরাসরি আনুপাতিক প্রভাব বিস্তার করে। (... money supply changes would have a direct proportional effect on the price level.)

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

অনুমিত শর্ত: ফিসারের তত্ত্বটি নিম্নোক্ত অনুমিত শর্তের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে:

১. সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও মোট যোগানের মধ্যে সর্বদাই ভারসাম্য থাকে।

২. পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান।

৩. অর্থকে শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪. অর্থের প্রচলনগতি স্বল্পকালীন সময়ে স্থির থাকে।

৫. মোট লেনদেনের পরিমাণ স্বল্পকালীন সময়ে স্থির থাকে।

৬. দ্রব্যের দামস্তর নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

গাণিতিক বিশ্লেষণ :

মনে করি, $P = f(M)$, এক্ষেত্রে P = দামস্তর, M = অর্থের পরিমাণ, f = ফাংশন বা নির্ভরশীলতার চিহ্ন।

অন্তরকলনের সাহায্যে পরিবর্তন বিবেচনা করলে, $\frac{dP}{dM} = f'(M) > 0$ অর্থাৎ অর্থের যোগানের পরিবর্তনের (dM) ফলে দামস্তরের পরিবর্তনের (dP) সম্পর্ক ধনাত্মক বা সমমুখী।

এবং $Vm = g(P)$ হলে, যেখানে Vm = অর্থের মূল্য, g = ফাংশন বা নির্ভরশীলতার চিহ্ন।

পরিবর্তন বিবেচনা করলে, $\frac{dVm}{dP} = g'(P) < 0$ হয়।

অর্থাৎ দামস্তরের পরিবর্তনের সাথে অর্থমূল্যের পরিবর্তনের সম্পর্ক ঋণাত্মক বা বিপরীতমুখী।

সুতরাং $\frac{dP}{dM} \cdot \frac{dVm}{dP} = f'(M).\, g'(P) < 0$ হয়।

বা, $\frac{dVm}{dM} < 0$ হবে। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ বা যোগানের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক ঋণাত্মক। এ সম্পর্ক হতে বলা যায়, অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা অর্ধেক হয়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

বিনিময় সমীকরণ (Equation of exchange): অধ্যাপক ফিসার তাঁর প্রদত্ত মূল বক্তব্যকে নিচের সমীকরণের সাহায্যে উপস্থাপন করেন:

$MV = PT$

যেখানে M = মোট বিহিত অর্থের পরিমাণ (Money supply), V = অর্থের গড় প্রচলন গতি (Velocity of money), P = সাধারণ দামস্তর (Price level) এবং T = লেনদেনের পরিমাণ (Transaction)। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে V ও স্থির থাকলে M এর সাথে P এর সম্পর্ক হয় সমানুপাতিক। অর্থাৎ অর্থের যোগান বাড়লে দ্রব্যের দামস্তরও বাড়ে।

ফিসারের মতে, অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মতো অর্থের মূল্য এর চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

অর্থের চাহিদা (Demand of money = PT)*: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ অর্থের চাহিদা হবে তা লেনদেনকৃত দ্রব্যের পরিমাণ ও দামের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং লেনদেনকৃত দ্রব্যের পরিমাণকে (T) এর দাম (P) দিয়ে গুণ করলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের অর্থের চাহিদা পাওয়া যায়।

অর্থের যোগান (Supply of Money = MV): অর্থের যোগান বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণকে বোঝায়। আধুনিক সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ, সরকারি মুদ্রার পরিমাণ ও যে পরিমাণ ঋণপত্র ব্যবহৃত হয়, তার সমষ্টিকে বোঝায়। আবার একটি টাকা নির্দিষ্ট সময়ে যতবার হাত বদলায়, এটি তত টাকার কাজ করে, এটিই অর্থের প্রচলন গতি। তাই মোট অর্থের পরিমাণকে (M) এর প্রচলন গতি (V) দ্বারা গুণ করে মোট অর্থের যোগান (MV) পাওয়া যায়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

বিনিময় সমীকরণের প্রসারণ: আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বলতে কেবলমাত্র কাগজি ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণকে বোঝায় না, ব্যাংকের চলতি ও সৃষ্ট আমানত বা ঋণও অর্থ যোগানের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে ফিসার তাঁর সমীকরণটি সংশোধন করে। নিম্নোক্ত সমীকরণ প্রকাশ করেন $PT = MV + M * V'$ ।

বা, $MV + M * V' = PT$

এক্ষেত্রে M' = ব্যাংক অর্থের পরিমাণ, v' = ব্যাংক অর্থের প্রচলন গতি। তাঁর মতে, এক্ষেত্রেও অন্যান্য উপাদান স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণ (M ও M') যে হারে পরিবর্তিত হবে, দামস্তরও (P) একই হারে পরিবর্তিত হবে।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

উদাহরণ :

পর্যায়	M	V	M′	V′	T	$P=\frac{MV+M'V'}{T}$	$Vm=\frac{1}{P}$
1	100	5	100	5	10	$P=\frac{500+500}{10}=100$	$Vm=\frac{1}{100}=0.01$
2	200	–	200	–	–	$P=\frac{1000+1000}{10}=200$	$Vm=\frac{1}{200}=0.005$
3	50	–	50	–	–	$P=\frac{250+250}{10}=50$	$Vm=\frac{1}{50}=0.02$

অতএব বোঝা যায়, V, V'ও T স্থির থেকে M ও M' বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে দামস্তরও (P) বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়, অর্থমূল্য (V_{m}) হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয়। M ও M' হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হলে দামস্তরও হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয় কিন্তু অর্থমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

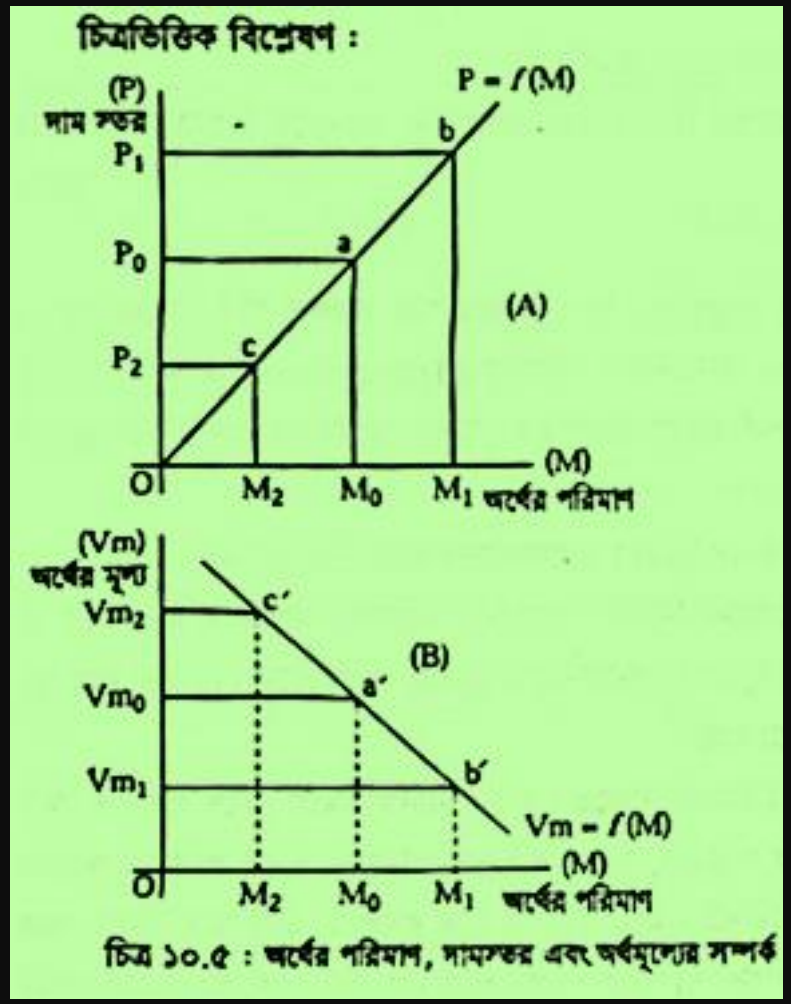

চিত্র ১০.৫ : অর্থের পরিমাণ, দামস্তর এবং অর্থমূল্যের সম্পর্ক

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে অর্থের পরিমাণ (M), লম্ব অক্ষে (A) চিত্রে দামস্তর P ও (B) চিত্রে অর্থমূল্য (Vm) পরিমাপ করা হয়। (A) চিত্রে লক্ষ্যণীয় যে, অর্থের যোগান OM, থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OM, হলে, দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে OP, থেকে OP, হয়। আবার, অর্থের যোগান হ্রাস পেয়ে OM_2 হলে দামস্তর হ্রাস পেয়ে OP_2 হয়। (B) চিত্রে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে Oমo থেকে OM, হলে অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়ে OVm থেকে OVm_1 হয়। আবার অর্থের যোগান হ্রাস পেয়ে OM, হলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে OVm_2 হয়।

এ থেকে বোঝা যায়, অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং অর্থের যোগান হ্রাস পেলে দামস্তর হ্রাস পায় কিন্তু অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অর্থের পরিমাণের সাথে দামস্তরের সম্পর্ক সরাসরি কিন্তু অর্থমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

সমালোচনা: অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি নিম্নোক্ত সমালোচনার সম্মুখীন:

১. ফিসারের সমীকরণ (MV = PT) একটি তাৎপর্যহীন অভেদ। অর্থপ্রাপ্তি ও অর্থ প্রদানের মধ্যে শুধু সমতা সৃষ্টি করে, কোনো কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে না।

২. অর্থমূল্য একটি পরিবর্তনশীল ধারণা, তাই এ তত্ত্বটি গতীয় অর্থনীতিতে অচল।

৩. জনসংখ্যা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রুচি প্রভৃতির বৃদ্ধি-হ্রাস, উত্থান-পতন রয়েছে। এ অবস্থায় দামস্তর নিষ্ক্রিয় বা স্থির নয়।

৪. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে শুধু অর্থকে বিবেচনা করা ঠিক নয়। অর্থ মূল্যেরও সংরক্ষক।

৫. পূর্ণ নিয়োগ একটি অবাস্তব ধারণা।

৬. ফিসারের সমীকরণে M ও V দুটি স্বতন্ত্র উপাদান। তাই এদের গুণফল অঙ্ক শাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ।

মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব

৭. মূল্যস্তরের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়। তাই এ তত্ত্বে বর্ণিত V, V'ও T অপরিবর্তিত থাকে বলে যে শর্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তা ঠিক নয়।

৮. ফিসারের তত্ত্ব অনুসারে দামস্তর (P) হলো বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতির দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের দামের গড়। কিন্তু P এর মাঝে জীবনধারণের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয় বন্ড, সিকিউরিটি পত্র ইত্যাদির দাম অন্তর্ভুক্ত থাকে বিধায় অধ্যাপক হ্যানসেন (Hansen) P কে একটি গোঁজামিল বা জগাখিচুড়ি (Hotch-potch) দামস্তর বলেন।

৯. এ তত্ত্বে সুদের হারের প্রভাবকে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

১০. এ তত্ত্বে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়েছে।

সমালোচনার দোষে দুষ্ট ফিসারের সমীকরণ স্বল্পকালীন সময়ে মূল্যস্তরের পরিবর্তন বা বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তবে পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘকালীন সময়ে ফিসারের এ বক্তব্যটি অবশ্যই প্রযোজ্য হয়। অর্থের পরিমাণ যে দামস্তরকে প্রভাবিত করে তার ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো ১৯২৩ সালে জার্মানির ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি। অতএব বলা যায়, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ কার্যের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে এ তত্ত্বটি বিবেচিত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ০৮ ব্যাংক

ব্যাংক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ব্যাংক

ইংরেজি শব্দ Bank (ব্যাংক) অনেকের মতে জার্মান শব্দ 'Banck' থেকে উদ্ভূত। আবার অনেকে মনে করেন এটি ইতালীয় শব্দ 'Banco' থেকে উৎপত্তি লাভ করে। খ্রিষ্ট-পূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে বিশ্বের প্রথম ব্যাংক শান্সী ব্যাংক (Shansi Bank) এবং ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিতে বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক 'ব্যাংক অব ভেনিস (Bank of Venice)' স্থাপন করা হয়। সংজ্ঞাগত দিক থেকে 'ব্যাংক' অর্থ এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং জমাকৃত অর্থ অলসভাবে ফেলে না রেখে বরং ব্যবসায় বাণিজ্য, উৎপাদন বা ভোগের নিমিত্তে ঋণদান করে থাকে। সংগৃহীত আমানতি অর্থের ওপর আমানতকারীকে অপেক্ষাকৃত কম সুদ প্রদান করে কিন্তু ঋণ গ্রহণকারীর ওপর চড়া সুদ আরোপ করে। প্রাপ্ত সুদের উদ্বৃত্ত অংশই ব্যাংকের মুনাফা সৃষ্টি করে।

যেমন: সঞ্চয়কারীকে তার অর্থ জমা রাখার জন্য সুদ দেয় ৬% হারে এবং ঋণগ্রহণকারীকে ঋণের জন্য সুদ আরোপ করে ১৪% হারে। ফলে (১৪%-৬%) বা ৮% মুনাফা হিসেবে ব্যাংক পেয়ে থাকে। ব্যাংক, ঋণ লেনদেনের ব্যবসার সাথে সাথে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, বিভিন্ন বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, অর্থ স্থানান্তর, বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োজিত থাকে।

ব্যাংক

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ব্যাংকের সংজ্ঞা দান করেছেন-

স্যার জন প্যাগেট-এর মতে, "ব্যাংক এরূপ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবে অর্থ জমা রাখে, চেক জমা করে এবং চেকের মাধ্যমে আমানতকারীর হিসাব হতে অর্থ প্রদান করে।" অধ্যাপক কেয়ার্নক্রসের (Cairncross) মতে, "ব্যাংক হলো আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ধার ও ঋণের কারবারি।"

অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার বলেন, "ব্যাংক তার নিজের ও অন্য লোকের ঋণের কারবার করে।" ("A Bank is a dealer in debts-his own and other peoples"-Crowther)

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সেয়ার্স (Sayers)-এর ভাষায়, "ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণ অন্যান্য লোকের ঋণ পরিশোধের জন্য গৃহীত হয়।"

১৯৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনে বলা হয়েছে, "ব্যাংক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যা সাধারণত জনসাধারণের নিকট হতে চলতি হিসাবের মাধ্যমে টাকা আমানত রাখে এবং জনসাধারণকে প্রয়োজনমতো চেক মারফত টাকা ওঠাবার সুযোগ প্রদান করে।"

সুতরাং বলা যায় যে, ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা স্বল্প হার সুদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ জমা রাখে ও উচ্চ হার সুদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করার পাশাপাশি বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টি করে, বিনিময় বিল বাট্টা করে, অর্থ এক স্থান বা প্রতিষ্ঠান হতে অন্যস্থান বা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করে ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা করে।

ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

মুদ্রা বাজারের শীর্ষে থেকে দেশের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে যে ব্যাংক তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। মুদ্রার প্রচলন, ঋণের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ, সরকারের পক্ষে লেনদেনের কাজ নিয়ন্ত্রণ, সরকারের অর্থ সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান ইত্যাদি কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচ্ছত্র অধিকার। যেহেতু সরকারের জন্য কাজ করে সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয় বরং জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ করাই এর প্রধান লক্ষ্য।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ডি. কক (De-Kock)-এর মতে, "কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হলো জনস্বার্থে কাজ করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা, মুনাফা অর্জন নয়।"

অধ্যাপক আর. পি. কেন্টের মতে", "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সার্বিক জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশে দেশের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান।"

অধ্যাপক হট্রে (Hawtrey) বলেন, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ঋণদানের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল।"

জেমস স্টিফেনসন-এর মতে, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের একটি প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে দেশের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সমতা বিধান ও মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষায় সচেষ্ট হয়।"

ভেরা স্মিথ (Vera Smith)-এর মতে, "Central Banking is a banking system in which a single bank has a complete monopoly of note issue." অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এরূপ একটি ব্যাংকব্যবস্থা যাতে একক ব্যাংক হিসেবে নোট প্রচলনের সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকর্তা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যা প্রতিটি স্বাধীন দেশেই এটি করে থাকে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, ইংল্যান্ডে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

দেশের অর্থবাজারে প্রধান ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হতে স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটি স্বীকৃত যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ব্যাংকিং সাম্রাজ্যের নেতা ও মুদ্রা বাজারের অভিভাবক। এ ব্যাংকের গুরুত্ব দিন দিন এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, উৎপত্তির প্রথমাবস্থায় যেরূপ কার্য সম্পাদন করত বর্তমানে অনেক বেশি বিস্তৃত ধরনের কাজ এ ব্যাংককে সম্পাদন করতে হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলিকে নিচে প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

I. সাধারণ	II. সরকারের ব্যাংক হিসেবে	III. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে	IV. উন্নয়নমূলক	V. অন্যান্য
১. মুদ্রা ও নোট প্রচলন ২. মুদ্রা-মান সংরক্ষণ ৩. মুদ্রা বাজার পরিচালনা ৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ ৫. বিনিময় নিয়ন্ত্রণ	১. তহবিল সংরক্ষণ ২. আর্থিক লেনদেন সম্পাদন ৩. অর্থ জমাগ্রহণ ও প্রদান ৪. হিসাব সংরক্ষণ ৫. ঋণ প্রদান ও তত্ত্বাবধান ৬. বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ৭. উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিত্ব ৮. আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন	১. তহবিলসংরক্ষণ ২. নিরাপত্তা ৩. ঋণদান ও তদারকি ৪. ঋণ আদায়ে সহযোগিতা ৫. নিরীক্ষণ ৬. জমা সংরক্ষণ ৭. উপদেষ্টা এবং প্রতিনিধিত্ব	১. ব্যক্তিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ২. বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন ৩. বৈদেশিক বাণিজ্য ৪. আর্থিক পরিকল্পনার মান উন্নয়ন ৫. প্রাকৃতিক সম্পদ ৬. জনশক্তির মান উন্নয়ন	১. তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা ২. রিপোর্ট তৈরি এবং প্রকাশনা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

বিশ্লেষণ:

(i) সাধারণ কার্যাবলি (General Functions)

১. মুদ্রা ও নোট প্রচলন'!: De-Kock এ সম্পর্কে বলেন, The central banks which today enjoy a complete monopoly of the note issue."" বর্তমানকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সকল দেশে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একক অধিকার ভোগ করে।

২. মুদ্রামান সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনীতির সাথে সংগতি রেখে মুদ্রামান সংরক্ষণ করে। Prof. Kisch এবং Elkin-এর মতে, "A central bank is a bank whose essential duty is to maintain stability of the monetary standard."*"

৩. মুদ্রাবাজার পরিচালনা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের স্বার্থে শক্তিশালী মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণে সদা তৎপর থাকে। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা দেয় ও তাদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ: কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নীতি-কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের আলোকে দেশে ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখার চেষ্টা করে। এজন্য অধ্যাপক শ (Show) বলেন, "A central bank is a bank which controls credit."

৫. বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্য আনয়নে ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ লক্ষ্যে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কাম্যস্তরে বজায় রাখার জন্য এবং এরূপ মুদ্রার লেনদেনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

(ii) সরকারের ব্যাংক হিসেবে (Functions as Govt. bank)

১. তহবিল সংরক্ষণ: এ ব্যাংক সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রীয় তহবিল ও উদ্বৃত্ত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে।

২. আর্থিক লেনদেন সম্পাদন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে দেশে-বিদেশে সকল আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত।

৩. অর্থ জমা গ্রহণ ও প্রদান: সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব ও পাওনা সরকারের হিসাবে জমা করে এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ প্রদান করে।

৪. হিসাব সংরক্ষণ: এ ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, বোর্ড, মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

৫. ঋণ প্রদান ও তত্ত্বাবধান: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক সংকটের সময় সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। বিভিন্ন খাত হতে ঋণ সংগ্রহে সরকারকে সহযোগিতা করে এবং উক্ত ঋণ তত্ত্বাবধান করে থাকে।

৬. বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ রক্ষা: এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন: বিশ্বব্যাংক (IBRD), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক (যেমন: এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, ADB) এবং ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন ব্যাংক (যেমন: ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক, IDB) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংযোগ রক্ষা করে থাকে।

৭. উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিত্ব এ ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নীতিনির্ধারণে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদন করে। এছাড়া দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদনে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৮. আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে তা বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধ্যাপক R.S. Sayers তাই মন্তব্য করেন যে, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের সামগ্রিক প্রশাসনের একটি বিশেষ অঙ্গ যা সরকারের আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।"

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

(iii) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে (As a banker of other banks)

১. তালিকাবদ্ধকরণ: এ ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক ও শাখা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করে এবং উক্ত ব্যাংক শর্ত পূরণ করছে কি-না বা তালিকাভুক্তির পর শর্ত পালন করছে কি না তা তদারক করে।

২. নিকাশ ঘর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে নিকাশ ঘরের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক দেনা-পাওনার বিষয়টি নিষ্পত্তি করে।

৩. ঋণদান ও তদারকি কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনে ঋণ দেয় এবং উক্ত ব্যাংকসমূহ কোন খাতে কীভাবে ঋণ দিচ্ছে তাও তদারক করে থাকে। জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ তদারকির এ ব্যবস্থা করে থাকে।

৪. ঋণ আদায়ে সহযোগিতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজস্ব নিয়ম-কানুন প্রণয়নের অতিরিক্ত সরকারকে উৎসাহ দিয়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায়ে তাদেরকে সহযোগিতা করে। এছাড়া দেশে খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা প্রকাশ করে অধস্তন ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায়েও সহযোগিতা প্রদান করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

৫. নিরীক্ষণ: দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সঠিকভাবে তাদের খাতাপত্র ও হিসাবপত্রাদি সংরক্ষণ করছে কি-না তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে সতর্কতার সাথে নিরীক্ষণ করে।

৬. জমা সংরক্ষণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল দেশেই তাদের সংগৃহীত আমানতের নির্দিষ্ট একটা অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখার বিধান রয়েছে।

৭. উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিত্ব এ ব্যাংক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে এবং উক্ত ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ-বিদেশে প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

(iv) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Development functions)

১. ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নিয়মনীতি নির্ধারণের মাধ্যমে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা ও ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

২. বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন: এ ব্যাংক দেশের উৎপাদন সম্পৃক্ত বিভিন্ন খাত; যেমন-কৃষি, শিল্প, সেবা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান; যেমন-কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক ইত্যাদিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

৩. বৈদেশিক বাণিজ্য: এ ব্যাংক দেশের আমদানি ও রপ্তানি তথা বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেমন: দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪. আর্থিক পরিকল্পনার মান উন্নয়ন: সরকারকে বিভিন্ন তথ্য ও রিপোর্ট সরবরাহ করে এবং পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এ ব্যাংক সরকার গৃহীত আর্থিক পরিকল্পনার মান উন্নয়নে সবসময় চেষ্টা করে।

৫. প্রাকৃতিক সম্পদ: দেশের আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদকে জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৬. জনশক্তির মান উন্নয়ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধিভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংকে নিয়োজিত জনশক্তির মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

(v) অন্যান্য কার্যাবলি (Other functions)

১. তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়নের সুবিধার্থে বিভিন্নধর্মী অর্থনৈতিক গবেষণাকার্য এবং গবেষণার সুবিধার্থে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণকার্য পরিচালনা করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সরকারকে পরামর্শ প্রদান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গবেষণা সেলের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২. রিপোর্ট তৈরি এবং প্রকাশনা: এ ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার চিত্র, বার্ষিক কার্যক্রমের উপর রিপোর্ট তৈরি, প্রকাশ এবং তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন অর্থাৎ সামগ্রিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ামক শক্তি হিসেবে স্বতন্ত্র রূপলাভ করেছে। এজন্য M. H. De-Kock মন্তব্য করেন, "Central bank has developed their own code of rules and practices, which can be described as the art of central banking." (Ibid, p-14)

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ গঠন ও পরিচালনা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেকোনো দেশে এরূপ ব্যাংক একক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

গঠন: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংক'। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির 'বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২ (১২৭ নং আদেশ)'-এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান'-এর সকল সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল হতে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়।

মূলধন: এ ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধন ৩ কোটি টাকা যার সবটাই সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি মালিকানাধীনে পরিচালিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ গঠন ও পরিচালনা

পরিচালনা পরিষদ: বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। গভর্নরসহ ৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ বা বোর্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদাধিকার বলে এ পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি। তিনি সরকার কর্তৃক তিন বছরের জন্য মনোনীত হয়ে থাকেন। সরকার ইচ্ছা করলে মেয়াদ শেষে তাকে পুনঃনিয়োগ করতে পারে। ডেপুটি গভর্নরও সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। এ কমিটির সদস্যগণ হলেন গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরদ্বয় এবং পরিচালকদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ গঠন ও পরিচালনা

কার্যকরী বিভাগসমূহ: বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। যেমন-(১) হিসাব ও বাজেট বিভাগ, (২) কৃষি ঋণ ও বিশেষ কার্যক্রম বিভাগ, (৩) মানি লেন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, (৪) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি, (৫) জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ, (৬) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, (৭) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, (৮) বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, (৯) গভর্নর সচিবালয়, (১০) মানব সম্পদ বিভাগ, (১১) আইন বিভাগ, (১২) আর্থিক নীতি বিভাগ, (১৩) গবেষণা বিভাগ, (১৪) নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ, (১৫) পরিসংখ্যান বিভাগ, (১৬) ব্যাংক তদারকি বিভাগ, (১৭) ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ, (১৮) Banking Regulation & Policy dept., (১৯) Common Services dept., (২০) Credit Information Bureau, (২১) Department of Currency Management & Payment systems, (২২) Foreign Reserve & Treasury Management dept.. (২৩) I.T. Operation & communication dept. (২৪) Off-site supervision dept., (২৫) Information systems Development dept., (২৬) Internal Audit & Inspection dept., (২৭) Secretary's dept., (২৮) Special Studies cell. প্রভৃতি। এসব বিভাগের প্রধানকে ডেপুটি ম্যানেজার বলা হয়।

অবস্থান: বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া ঢাকায় ২টি শাখাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর ও বরিশালে ১টি করে মোট ৯টি শাখা রয়েছে।

ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে থাকে। যেমন :

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

নিচে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে

বাংলাদেশ ব্যাংক যেহেতু বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, সে কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কিছু মৌলিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন-

(১) নোট প্রচলন: বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করা। দেশের অভ্যন্তরে নোট চালু করার একচেটিয়া অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০০, ৫০০, ২০০, ১০০, ৫০, ১০ ও ৫ টাকার কাগজি নোট প্রচলন করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক 'ন্যূনতম রিজার্ভ পদ্ধতি' অনুসরণ করে। এ প্রসঙ্গে ডি. কক (De-Kock) বলেন, "কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে নোট প্রচলনের অধিকার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

(২) মুদ্রা ও স্বর্ণমান নির্ধারণ: দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন টাকার নোট (যেমন- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা) ও ধাতব মুদ্রার আকার-আকৃতি, ওজন এবং মূল্যের সমজাতীয়তার মানের একমাত্র সংরক্ষক।

(৩) মুদ্রা বাজার: দেশের অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সংগঠক, নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে।

(৪) শক্তিশালী ব্যাংকব্যবস্থা: দেশের সুষ্ঠু ও শক্তিশালী ব্যাংকব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান ব্যাংকসমূহের সেবার মান যাচাইপূর্বক নতুন শাখা খোলার অনুমতি প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

(খ) সরকারের ব্যাংক হিসেবে

বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে:

(১) সরকারের ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সরকারের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা পড়ে এবং সরকারি ঋণের হিসাব-নিকাশ পরিচালনা করে ও প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ দেয়।

(২) সরকারের পরামর্শদাতা: বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নীতি যেমন ঘাটতি ব্যয়, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক বিনিময় হার নীতি, বাণিজ্যনীতি- এসব বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের আর্থিক পরামর্শদাতারূপে কাজ করে।

(৩) তহবিল ও সম্পদ সংরক্ষণ: বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের তহবিল ও সম্পদ বিনা সুদে তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

(৪) সরকারের প্রতিনিধি: এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের পাওনা আদায় এবং বিভিন্ন উৎসে সরকারের দেনাও পরিশোধ করে।

(৫) সরকারি নির্দেশ: বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি নির্দেশে-

(i) নির্দেশিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা স্থানে অর্থ স্থানান্তর করে।

(ii) প্রয়োজন অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে।

(iii) বিনা সুদে সরকারকে ঋণ প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

(গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে

বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে।

(১) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক: বাংলাদেশ ব্যাংক এদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংককে তাদের মোট আমানতের শতকরা ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণদান, এদের নগদ জমা সংরক্ষণসহ প্রভৃতি কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পাদন করে।

(২) ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল: বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ঋণের দরকার হলে অথবা প্রয়োজনের সময় জনগণকে ঋণ প্রদানে ব্যর্থ হলে কিংবা অন্য কোথাও থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে না পারলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়।

(৩) ঋণ তদারকি: তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো কোন খাতে কীভাবে ঋণ দিচ্ছে তা তদারক করাও বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(৪) ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসারে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা না হলে দেশে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

(৫) নিকাশ ঘর: বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে চেক আদান-প্রদানের ফলে দেনা-পাওনার উদ্ভব হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করা যায়। তাই বাংলাদেশ ব্যাংককে ক্লিয়ারিং হাউস বা নিকাশ ঘর বলা হয়।

(৬) হিসাব নিরীক্ষণ: তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের রেজিস্টার, খাতাপত্র, দলিলাদি এবং হিসাবপত্রাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করছে কি-না তাও বাংলাদেশ ব্যাংক তত্ত্বাবধান করে।

(৭) প্রতিনিধি: এ ব্যাংক অন্য ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ-বিদেশে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

(ঘ) উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলি হলো:

(১) বিনিময় হারে স্থিরতা বিনিময় হারের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেন সংঘটিত হয়। নিজ দেশের সঙ্গে অন্যদেশের বিনিময় হার ঠিক রাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম কাজ।

(২) মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা: বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজার নীতি, নগদ জমার হার পরিবর্তন ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ: বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ অবৈধ পন্থায় ব্যয়, অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বৈধ ক্ষেত্রে ব্যয়, অবৈধ উপায়ে বিদেশি মুদ্রার অনুপ্রবেশ বা বিদেশে পাচার প্রভৃতি রোধে 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০৩' কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ আইনকে সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে আইনের সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনে সুপারিশ পেশ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

(৪) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় আর্থিক ও রাজস্বনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে।

(৫) বাণিজ্যচক্র রোধ: বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে মূল্যস্তরকে কাম্য পর্যায়ে উপনীত করার মাধ্যমে বাণিজ্যচক্রের অশুভ প্রভাব হতে অর্থনীতিকে মুক্ত রাখার জন্য সদাসচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

(ঙ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে:

(১) কৃষি: বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহজশর্তে কৃষিঋণ বিতরণ করে।

(২) শিল্প: দেশে শিল্পের বিকাশ সাধনে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণ করে।

(৩) জাতীয় বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় বাজেটে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৪) গবেষণা ও তথ্য উপস্থাপন সরকার ও দেশবাসীর অবগতির জন্য দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলির তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন, বিভিন্ন বিষয়ে বিবরণী প্রকাশ এবং গবেষণা পরিচালনা করে।

(৫) আর্থিক নীতি প্রণয়ন: দেশের প্রয়োজন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক নীতি প্রণয়ন করে।

(৬) প্রয়োজনীয় সহযোগিতা: বাংলাদেশ ব্যাংক এদেশের বিভিন্ন উৎপাদন সম্পৃক্ত খাত যেমন-কৃষি, শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, চা, মৎস্য, চামড়া ইত্যাদির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন, ব্যাংকিং খাতে নিয়োজিত জনশক্তির মান উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী

(চ) অন্যান্য কাজ

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (IMF) ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করে।

(২) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আলোচনা ও প্রয়োজনবোধে তাদের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে।

(৩) জাতীয় তহবিলে বিদেশি মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতুর সংরক্ষক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পাদন ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলিও সম্পাদন করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকঃ ঋণ নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ারসমূহ

ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ Instruments of Credit Control

কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পদ্ধতি দুটি হলো:

(ক) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং

(খ) গুণগত বা নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকঃ ঋণ নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ারসমূহ

(ক) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Quantitative Credit Control method)

যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণের সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটায়, তাকে পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তিনটি হাতিয়ার (উপকরণ) ব্যবহার করে। যেমন:

(i) ব্যাংক হারের পরিবর্তন নীতি (Changes in bank rate policy)

এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক দাবিকৃত বিশেষ সুদের হার, যা বিনিময় বিল পুনর্বাট্টা করার প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বহন করতে হয়, তাকে ব্যাংক হার বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারের সাথে ব্যাংক হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। ব্যাংক হার এবং সুদের হারের পরিবর্তন দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রদানযোগ্য ঋণের পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন: মূল্যস্ফীতির সময়ে সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের পরিমাণ হ্রাস করা প্রয়োজন। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারও বৃদ্ধি পায়, ফলে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক মন্দার সময় ব্যাংক হার ও সুদের হার হ্রাস করার ফলে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকঃ ঋণ নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ারসমূহ

মন্দার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করে নগদ তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ঋণপত্রের সুদের হার বাড়লে অর্থের ফটকা চাহিদা হ্রাস পায়।

(iii) নগদ জমার হার পরিবর্তন (Policy of Cash reserve ratio)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট হারে আমানতের যে অংশ জমা রাখতে হয়, তাকে নগদ জমার হার বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণপ্রদানের পরিমাণ কমাতে চায়, তখন এ নগদ জমার হার বাড়িয়ে দেয়।

পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ বা বাধ্যতামূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকঃ ঋণ নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ারসমূহ

(খ) গুণগত বা নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Qualitative or Selective Credit Control)

যেসব পদ্ধতির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ উদ্দেশে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, তাদেরকে গুণগত বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। যেমন:

(i) ঋণের রেশনিং নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ স্থির করে দেয়। প্রত্যেক আবেদনকারী কী পরিমাণ ঋণ পাবে, ঋণদানের ক্ষেত্রে কোনো পরিমাণগত বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়োজন আছে কি-না, জামানতের বিপরীতে কী পরিমাণ ঋণ পাবে এসব কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে।

(ii) ভোগকারীর ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানে অনেক দেশে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য কিস্তিতে দাম পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়। কিস্তির সংখ্যা বেশি হলে, দাম পরিশোধের সময় বেশি প্রদান করলে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

(iii) বন্ধকী (জামানত) ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন: এ নীতির আলোকে বন্ধকীর (জামানত) হার বেশি হলে নগদ প্রাপ্তি বা প্রদেয় ঋণের পরিমাণ কম হয়। অর্থাৎ কেউ ১০০ টাকার সম্পদ জামানত রাখলে নগদাংশ হিসাবে যদি ৭০% রাখতে হয় তাহলে ব্যক্তি ঋণ পাবে ৩০ টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকঃ ঋণ নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ারসমূহ

(iv) নৈতিক প্ররোচনা: যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংক, তাই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে অনুরোধের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে।

(v) প্রত্যক্ষ আদেশ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেহেতু মুদ্রাবাজারের শীর্ষে অবস্থান করে, তাই দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণদান সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মানতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে।

(vi) নির্বাচিত ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ: কখনো কখনো অনুৎপাদনশীল খাত হতে ঋণের স্থানান্তর উৎপাদনশীল খাতে করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় খাত চিহ্নিত করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকঃ ঋণ নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ারসমূহ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর মধ্যে মালিকানা, সংখ্যাগত, কার্যগত এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন:

পার্থক্যের বিষয়	কেন্দ্রীয় ব্যাংক	বাণিজ্যিক ব্যাংক
১. সংজ্ঞা	কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো প্রত্যেক দেশে মুদ্রা বাজারের শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যাংক, যা দেশের অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।	বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের নিকট হতে আমানত গ্রহণ, দাবিকৃত অর্থ প্রদান ও ঋণদান করে।
২. গঠন	রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বা বিশেষ আইনের মাধ্যমে গঠিত হয়।	দেশের প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুসারে গঠিত হয়।
৩. মালিকানা	মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে।	সাধারণত মালিকানা বেসরকারি পর্যায়ে থাকে।
৪. সংখ্যাগত	প্রত্যেক দেশে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে।	বহুসংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে বিদ্যমান থাকে।

পরিমাণগত এবং গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণদাতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ পদ্ধতির দ্বারা সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এ পদ্ধতিতে ঝুঁকি আছে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে গিয়ে দেশে মন্দা চলে আসতে পারে। কারণ এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়।

গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণ গ্রহীতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ পদ্ধতির দ্বারা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, সামগ্রিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। গুণগত ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কমে না বরং ক্ষেত্রবিশেষে ভোগ কমতে পারে। তাই মুদ্রাস্ফীতি আংশিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরবর্তীকালে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ্য করা যায়। এ পদ্ধতির সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাত শক্তিশালী হয়। সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার, অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্র হতে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে সম্পদ স্থানান্তর এবং উন্নয়নের প্রয়োজনে অনুন্নত দেশে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

পরিমাণগত এবং গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা

উভয় পদ্ধতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	পরিমাণগত পদ্ধতি	গুণগত পদ্ধতি
১. সংখ্যাগত	পরিমাণগত পদ্ধতি সংখ্যাত্মক ধারণাই প্রকাশ করে।	এখানে গুণগত দিকটিই বিবেচনা করা হয়।
২. হাতিয়ার বা উপাদান	(i) ব্যাংকহার নীতি, (ii) খোলাবাজার নীতি এবং (iii) নগদ জমার হার পরিবর্তন নীতি।	(i) ঋণের রেশনিং, (ii) ভোগকারীর ঋণ নিয়ন্ত্রণ, (iii) বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন
৩. প্রভাব বিস্তার	ঋণদাতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।	ঋণ গ্রহীতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।
৫. নমনীয়তা	তুলনামূলকভাবে কম নমনীয়।	তুলনামূলক অধিক নমনীয়।
৬. প্রকৃতি	ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সাধারণ পদ্ধতি।	ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ পদ্ধতি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ০৯ বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন এক প্রকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে ও অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জমাকৃত অর্থের জন্য কম হারে সঞ্চয়ী সুদ প্রদান করে এবং অধিকতর হারে বিনিয়োগের সুদ ধার্য করে উদ্বৃত্ত সুদ মুনাফা হিসেবে লাভ করে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা দেওয়া হলো:

মি. রজার (Mr. Roger)-এর মতে, "যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ ও অর্থের মূল্য নিরূপণযোগ্য পণ্যদ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।"

প্রফেসর এ. নাথ (Prof. A. Nath) বলেন, "বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে মাধ্যমিক মুনাফা তৈরির প্রতিষ্ঠান।"

অধ্যাপক গিলবার্ট-এর মতে, "বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো অর্থ ও মূলধনের কারবারি। মধ্যস্থ কারবারি হিসেবে ব্যাংক শর্তসাপেক্ষে এক পক্ষ হতে অর্থ ধার করে অন্য পক্ষকে সে অর্থ ঋণ দেয়।"

বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের কারবারিও বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমাকৃত টাকা আমানতকারীরা যেকোনো সময় উঠিয়ে নিতে পারে। এ আশঙ্কায় ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিতে পারে না। তাই সর্বদা স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

তবে অর্থ সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলিও সম্পাদন করে। যেমন-চেক, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অর্থ স্থানান্তরকরণ, আমানতকারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক বিভিন্ন কাজ সম্পাদন ইত্যাদি। এসব কাজের সার্ভিস চার্জ হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায় করে থাকে। বর্তমানে শ্রমিক ব্যাংক, মহিলা ব্যাংক, স্কুল ব্যাংক, সঞ্চয়ী ব্যাংক-এরূপ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনেও বাণিজ্যিক ব্যাংক সেবা প্রদান করছে। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়-

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ও মূলধনের মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

খ. জনগণের নিকট থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে স্বল্পসুদে অর্থ বা আমানত সংগ্রহ করে।

গ. সংগৃহীত অর্থ অধিক সুদে স্বল্পমেয়াদি ঋণ হিসেবে মূলধনের চাহিদা সৃষ্টিকারীদের মাঝে বণ্টন করে।

ঘ. এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা।

৬. আমানতকারীদের দাবিকৃত চেকের মূল্য পরিশোধ করে।

চ. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদাহরণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদাহরণ হিসেবে ইংল্যান্ডের 'দি মিডল্যান্ড', 'দি ওয়েস্ট মিনিস্টার' 'লয়েডস্', বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর ভূমিকা পালনার্থে বাণিজ্যিক ব্যাংক যেসব কাজ সম্পূর্ণ করে তাকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি

(খ) জনহিতকর কার্যাবলি

(গ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি এবং

(ঘ) অন্যান্য কার্যাবলি।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

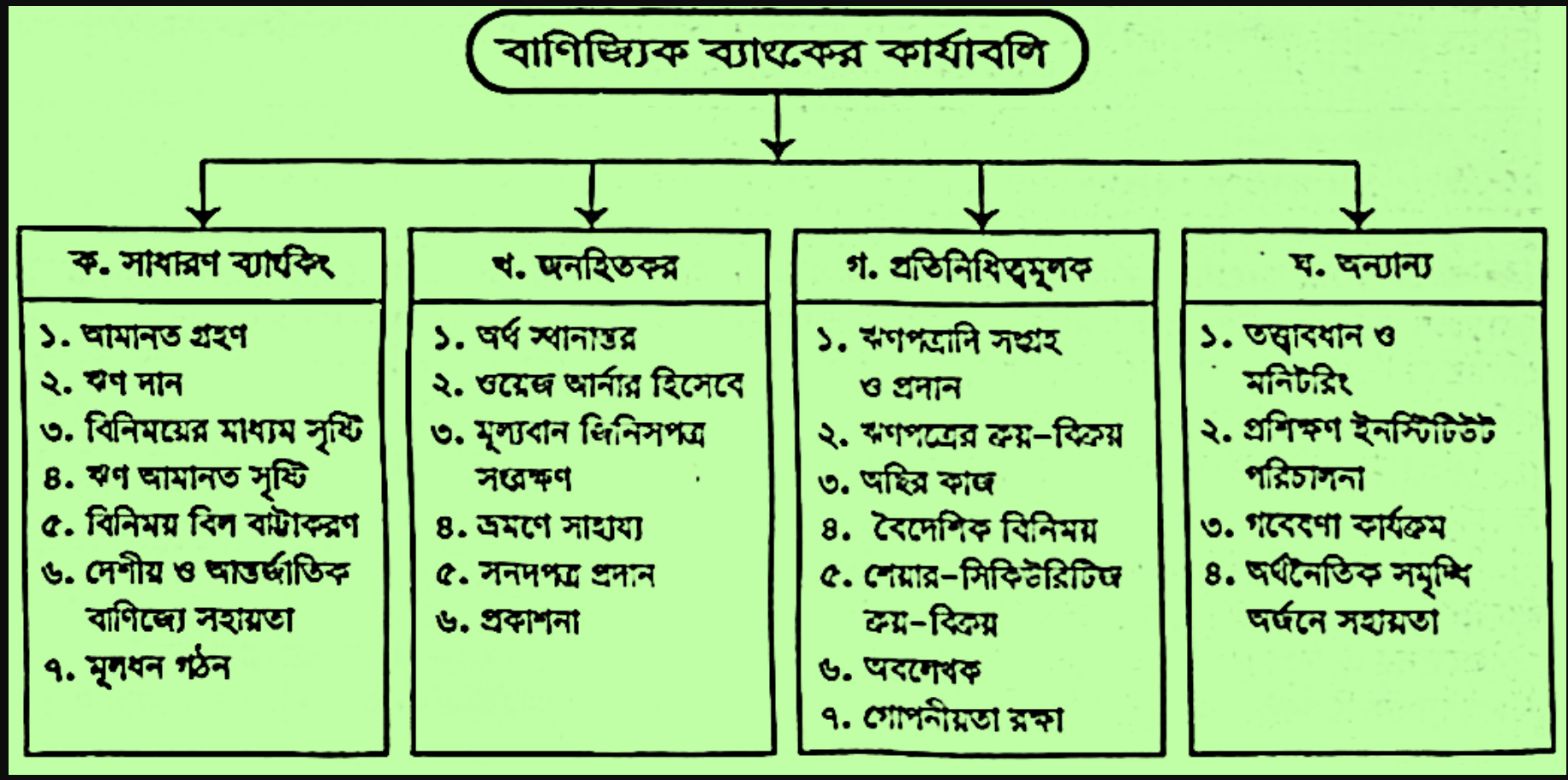

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো:

(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণভাবে যে কাজগুলো করে থাকে তাকে সাধারণ কার্যাবলি বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নোক্ত সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে:

১. আমানত গ্রহণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত গ্রহণ। এ আমানত সাধারণত তিন প্রকার। যথা- (i) চলতি আমানত (demand deposits). (ii) সঞ্চয় আমানত (saving deposits) এবং (iii) স্থায়ী আমানত (fixed deposits or time deposits)। চলতি আমানতের টাকা চাওয়া মাত্র আমানতকারীকে ফেরত দিতে হয়। এজন্য এ আমানতের ওপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না। সঞ্চয় আমানতে একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে টাকা আমানতকারী তুলে নিতে পারে। যে আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয় তাই স্থায়ী আমানত। যেমন- ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। এ আমানতের অর্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও তোলা যায়। মেয়াদি বা স্থায়ী আমানতে সুদের হার সঞ্চয়ী আমানতের চেয়ে বেশি।

২. ঋণদান: ঋণদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ। এ ঋণের মাধ্যমে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ রেখে বাকি অংশ ব্যাংক ঋণদান করে। যথোপযুক্ত বন্ধকির (যেমন: মূল্যবান ধাতু, ধাতব দ্রব্য, সরকারি ও দেশি-বিদেশি ঋণপত্র, স্থায়ী সম্পদ ইত্যাদি) বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি: বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ লেনদেনই চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

৪. ঋণ আমানত সৃষ্টি: বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদানের মাধ্যমে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করতে পারে। যারা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেক সময় ঋণের টাকা নগদ না উঠিয়ে ব্যাংকের একাউন্টে জমা রাখে। প্রয়োজনবোধে ঋণগ্রহীতা চেকের মাধ্যমে সে টাকা ওঠাতে পারে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ হতেই আমানত সৃষ্টি করে।

৫. বিনিময় বিল বাট্টাকরণ: বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ীদের অর্থের চাহিদা পূরণ করার জন্য বিনিময় বিল মেয়াদপূর্তির পূর্বেই ভাঙিয়ে দেয়, একে বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ বলে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রচুর লাভ হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

৬. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা: দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচুর অর্থের যোগান দেয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য একই সাথে ভালো পরামর্শ দেয়। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, হুন্ডি বাট্টাকরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. মূলধন গঠন: বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান একটি কাজ হলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে মূলধন গঠন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

(খ) জনহিতকর কার্যাবলি: বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কল্যাণের জন্য কিছু কিছু কাজ সম্পাদন করে থাকে, এগুলোকে জনহিতকর কার্যাবলি বলে। নিম্নে জনহিতকর কার্যাবলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো:

১. অর্থ স্থানান্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের প্রয়োজনে নিরাপদে একস্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ করে। এ ব্যাংক তার মক্কেলের প্রয়োজনে মেইল ট্রান্সফার ও ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে অর্থ পাঠাতে পারে।

২. ওয়েজ আর্নার হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিদেশে কর্মরত সকল জনসাধারণের বৈদেশিক আয় সংগ্রহ করে এবং দেশীয় সংশ্লিষ্ট মালিককে যথাযথ সেবা প্রদানে সহায়তা করে।

৩. মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ: বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র যেমন-দলিলপত্রাদি, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি নিরাপদে লকারে জমা রাখে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে।

৪. ভ্রমণে সাহায্য: বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণ চেক, ঘূর্ণায়মান নোট ইত্যাদি প্রদান করে জনগণের বিদেশ ভ্রমণে উপকার সাধন করে।

৫. সনদপত্র প্রদান: এ ব্যাংক মক্কেলদের স্বার্থে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে।

৬. প্রকাশনা: বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের আর্থিক কার্যাবলি ও ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে সাময়িকী প্রকাশ করে জনগণকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

(গ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে। নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো:

১. ঋণপত্রাদি সংগ্রহ ও প্রদান: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের প্রয়োজনে বা মক্কেলদের পক্ষে চেক, বিল, প্রমিসরি নোট, লভ্যাংশ, কুপন, আয়কর, বাড়িভাড়া, বিমা প্রিমিয়াম-এসব সংগ্রহ বা প্রদান করতে পারে।

২. ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয়: এ ব্যাংক তার গ্রাহকদের পক্ষে শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করে।

৩. অছির কাজ: সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থাপূর্বক বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক সময় অছির দায়িত্ব পালন করে।

৪. বৈদেশিক বিনিময়: বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় কাজে সহায়তা দান করে।

৫. শেয়ার-সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়: এ ব্যাংক বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয় এবং সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়েও সহায়তা করে।

৬. অবলেখক: বাণিজ্যিক ব্যাংক নতুন কোম্পানিকে শেয়ার বিক্রয়ের ঝামেলা হতে মুক্ত রাখার জন্য এরূপ কোম্পানির অবলেখক হিসেবে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৭. গোপনীয়তা রক্ষা: এ ব্যাংক প্রতিনিধি হিসেবে মক্কেলদের অর্থের তথা হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

(ঘ) অন্যান্য কার্যাবলি:

(i) অধঃস্তন শাখাসমূহ তত্ত্বাবধান ও তাদের কার্যাবলি মনিটরিং করে।

(ii) নিজস্ব কর্মী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা করে।

(iii) ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

(iv) দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমানকালে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশে অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে থাকে। এর ফলে উৎপাদন বাড়ে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজ সহজতর হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

সাধারণত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক দু'ভাবে ঋণ সৃজন করতে পারে। প্রথমত, জনগণ ব্যাংকে নগদ অর্থ জমা রাখে এবং এর ফলে ব্যাংকের আমানত বা ঋণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, ব্যাংক গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে। তখন ব্যাংক গ্রাহকের নামে একটি হিসাব খোলে এবং তাকে চেকের মাধ্যমে ঐ অর্থ ওঠানোর অনুমতি দেয়। এ প্রক্রিয়ায় ঋণ সৃজন একটি ব্যাংক করতে পারে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনেকগুলো ব্যাংক থাকলে কোনো একক ব্যাংকের পক্ষে বাস্তবে অতিরিক্ত রিজার্ভের বেশি ঋণ প্রদান করা সম্ভব নয়। কারণ:

(i) অনেক ঋণগ্রহীতা আমানতের বিপরীতে চেক ইস্যু করে ব্যাংক থেকে অর্থ ওঠাবে। এ অবস্থায় বিবেচ্য ব্যাংকের অতিরিক্ত রিজার্ভ হ্রাস পাবে।

(ii) কিছু ঋণগ্রহীতা ঋণ নিয়ে অন্য ব্যাংকে আমানত হিসাবে রাখতে পারে।

বলা হয় যে, "প্রত্যেক ঋণই আমানত সৃষ্টি করে" (Every loan creates a deposit)। ঋণগ্রহীতা তার প্রয়োজনে অপর ব্যক্তিকে চেক প্রদান করে। সেই ব্যক্তি অপর কোনো ব্যাংকে চেকটি জমা দিবে। যে ব্যাংকে চেকটি জমা পড়বে চেকভিত্তিক অর্থ উক্ত ব্যাংকটির আমানত বা ঋণ বলে গণ্য হবে। সেই ব্যাংক নগদ সংরক্ষণের অনুপাত হিসাবে বৈধ রিজার্ভ অর্থ রেখে বাকিটা ঋণ হিসাবে প্রদান করে। এভাবে ঋণ গ্রহীতার নামে নতুন ঋণ লিপিবদ্ধ করে এবং চেকের মাধ্যমে অর্থ তোলার ক্ষমতা দেয়। একই প্রক্রিয়ার বার বার পুনরাবৃত্তি হয়ে নতুন ব্যাংকে ঋণ সৃষ্টি হয়। এভাবে সমগ্র বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রথম ঋণের তুলনায় মোট ঋণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

অনুমিতি :

(i) একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক বিবেচিত এবং প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

(ii) ব্যাংকে লেনদেনের প্রতি জনগণ উৎসাহী।

(iii) সুষ্ঠু মুদ্রা বাজার বিদ্যমান।

(iv) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির মধ্যে প্রগতিশীলতা বিদ্যমান।

(v) সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা বিদ্যমান।

(vi) ন্যূনতম সংরক্ষণের অতিরিক্ত কোনো অর্থ ব্যাংক সংরক্ষণ করে না।

(vii) আইনানুগ রিজার্ভ অনুপাত (Legal reserve ratio) স্থির থাকে।

উপরিউক্ত অনুমিতির আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংক এর ঋণ সৃজন কার্যক্রম নিম্নে একটি উদাহরণের মাধ্যমে সূচিতে দেখান হলো। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ ধরা হচ্ছে শতকরা 10 ভাগ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

আমানত গুণক (Multiple Expansion of Credit) :

$$\text{আমানত গুণক } (K_d) = \frac{\text{মোট সম্প্রসারিত আমানত (total deposits}-T_d)}{\text{প্রাথমিক আমানত (initial deposits}-I_d)}$$

প্রথম আমানতের ভিত্তিতে মোট আমানত কতগুণ বাড়ে, তা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় রিজার্ভের অনুপাতের (required reserve ratio–RR_r) ওপর। সেক্ষেত্রে লেখা যায় : $K_d = \frac{1}{RR_r}$

$$\text{সুতরাং } K_d = \frac{T_d}{I_d} = \frac{1}{RR_r}$$

$$\text{অতএব, } Td = Id\left(\frac{1}{RR_r}\right)$$

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা/Limitations of Credit Creation

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক কারণে অসীমভাবে ঋণ বা আমানত সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন:

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের প্রসার ন্যূনতম বিধিবদ্ধ রিজার্ভের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যূনতম বিধিবদ্ধ রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেয়ার ক্ষমতা কমে, আমানত সৃষ্টি ব্যাহত হয়।

২. ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট পর্যাপ্ত, যথোপযুক্ত জামানত না থাকলে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদান করে না।

৩. মানুষের নগদ অর্থ হাতে রাখার আগ্রহ অধিক হলে ব্যাংকে তারল্য হ্রাস পাবে, ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ কম হলে ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও কম হয়।

৫. অর্থনীতিতে মন্দাভাব বিরাজ করলে ব্যবসায়ীরা কম ঋণ নেয়, ফলে আমানত (ঋণ) সৃষ্টি কম হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ১০ অনলাইন ব্যাংকিং

অনলাইন ব্যাংকিং

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অনলাইন ব্যাংকিং

অনলাইন ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা ই-ব্যাংকিং হলো নিরাপদ ওয়েবসাইট (Website) এর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ক্রেতাদের সাথে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এর দ্বারা ক্ষুদ্র, খুচরা ব্যাংকিং সেবা হতে শুরু করে উৎকর্ষ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে উন্নত সমাজ বিনির্মাণ নির্দেশ করে।

অনলাইন ব্যাংকিং সেবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য একজন ক্রেতা রেজিস্টার্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হতে হবে। প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট ক্রেতাকে শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন নাম বা সংকেত দ্বারা ক্রেতার গোপন নম্বর (Password) প্রদান করে যা টেলিব্যাংকিং-এর মতো নয়। এর ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে অতি দ্রুত ক্রেতাকে শনাক্ত করতে পারে।

অনলাইন ব্যাংকিং সেবায় ক্রেতা ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড পেয়ে থাকে। এটি এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড যা ব্যাংক তার গ্রাহকদের জন্য ইস্যু করে থাকে। এক্ষেত্রে ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক তার জমাকৃত স্থিতি হতে নগদ অর্থ ছাড়াই নিরাপদে লেনদেন করতে পারে। অন্যদিকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ক্রেতা পণ্য ও সেবা ক্রয়ের সুযোগ পেলেও ঋণের জালে আবদ্ধ হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ক্রেতা যেকোনো সময়ে ATM (Automated Teller Machine) মেশিন হতে টাকা উত্তোলন করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তার সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না।

অনলাইন ব্যাংকিং

অনলাইন ব্যাংকিং-এর সুবিধা (Advantages of Online Banking)

(i) ক্রেতাকে লাইনে দাঁড়াতে হয় না।

(ii) বাড়ি বা অফিস যেকোনো স্থান হতে অর্থ লেনদেন করা যায়।

(iii) বিরামহীন সেবা, ৭ দিন, ২৪ ঘণ্টা। মাউসে একটি ক্লিক করলেই সব তথ্য জানা যায়।

(iv) সময়ের কোনো বাধা-নিষেধ নেই।

(v) ব্যক্তিগত কম্পিউটার দ্বারা এ বাজারে প্রবেশ করা সহজ।

(vi) প্রতি মাসে নির্দিষ্ট তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল পরিশোধ।

(vii) বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়।

(viii) দ্রুতগতিতে অর্থ লেনদেন অর্থ স্থানান্তর করা যায়।

(ix) ব্যালেন্স জানাসহ যেকোনো প্রকার ব্যাংকিং তথ্যাবলি, সার্ভিস চার্জ, সুদ প্রাপ্তি সব জানা যায়।

অনলাইন ব্যাংকিং একটি আধুনিক পদ্ধতি হলেও এর কিছু অসুবিধা রয়েছে।

যেমন স্বামী-স্ত্রী যৌথ নামের হিসাবের ক্ষেত্রে সম্পদ বা অর্থ স্থানান্তর কিছুটা ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়। ব্যাংক সাইট (bank site) পরিবর্তন হলে ক্রেতার সকল তথ্যসমূহ পুনরায় সংযোজন (re-enter) করতে হয়।

আধুনিক অনলাইন ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি সাবধানতার সাথে দৃষ্টি রাখলে আর্থিক জীবন আনন্দপূর্ণ হতে পারে। তখনই বলা যাবে, Banking online is both efficient and effective.

অনলাইন ব্যাংকিং

মোবাইল ব্যাংকিং

মোবাইল ব্যাংকিং হলো এক প্রকার পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা তার ব্যবহৃত মোবাইল ডিভাইস (mobile device) দ্বারা SMS এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করাকে বোঝায়। ইউরোপে মোবাইল ব্যাংকিং-এর উৎপত্তি হলেও বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যুবক গ্রাহকরা এ সেবা গ্রহণে অধিক আগ্রহী। ব্যাংকিং সেবার জগতে এটির অধিক উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিদ্যমান।

মোবাইল ব্যাংকিং-এ মোবাইল তিনটি মূল কার্য সম্পাদন করে। যেমন: হিসাব নির্ণয়, মধ্যস্থতা সাধন এবং আর্থিক তথ্য সেবা প্রদান। মোবাইল ব্যাংকিং-এর পরিচিত সেবাসমূহ হলো: (i) বিনা খরচে দ্রুত গ্রাহকের হিসাব খোলা, (ii) নিরাপদে নগদ টাকা জমা, নগদ টাকা ওঠানো যায়, (iii) এক হিসাব হতে অন্য হিসাবে টাকা পাঠানো, (iv) বিদেশ হতে অর্থ পাঠানো, (v) হিসাবের ব্যালেন্স জানা, (vi) মিনি স্টেটমেন্ট জানা, (vii) বেতন ভাতা প্রেরণ ও গ্রহণ, (viii) ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, (ix) পণ্য কেনা-বেচা, (x) যেকোনো মোবাইল ফোন এর সিম ব্যবহারের সুবিধা বিদ্যমান। এরূপ ব্যাংকিং-এ খরচ খুব কম হয়। এটি অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়েও বেশি সহজ। এ ধরনের ব্যাংকিং খুব নিরাপদ, আমানতকারীর বন্ধুসুলভ। এ পদ্ধতিতে যখনই কোনো লেনদেন হয় তখনই আমানতকারীকে জানানো হয়। বাংলাদেশে বিকাশ, ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং, এম-ব্যাংকিং প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ব্যাংকই এ আধুনিক সেবায় যুক্ত রয়েছে।

অনলাইন ব্যাংকিং

অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর গুরুত্ব

আধুনিক অর্থনীতিতে অনলাইন ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে 'দক্ষতা' শব্দটি গতিশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থার আলোকে বিবেচনা করা হয়। ব্যক্তিগত দক্ষতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং সামাজিক দক্ষতার সুনিপুণ সমন্বয়ের মাধ্যমেই উন্নত সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণ হতে পারে। অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এরূপ উন্নত সমাজ নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অনলাইন ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল হতে নগর সভ্যতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে বৃহৎ মূলধন গঠনে ভূমিকা পালন করে। একই সাথে চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রসার ঘটায় তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

এরূপ ব্যাংক ব্যবসায় প্রসারের ফলে অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস (মহাজন, ধনী বা বিত্তশালী কৃষক, স্বর্ণকার, সাহুকার প্রভৃতি ...) গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে শোষণ-বঞ্চনা হ্রাস পায়। উচ্চ সুদের কষাঘাতে ভিটে-মাটি উচ্ছেদ হতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রক্ষা পায়।

মানুষের হাতের অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চলে আসায় মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকে। তখন হতদরিদ্র কৃষক, ছিন্নমূল গরিব জনগোষ্ঠী, সীমিত আয়ের মানুষ মুদ্রাস্ফীতির চাপ হতে রক্ষা পায়।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ এর মাধ্যমে দ্রুত দেশে পৌঁছে। একারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পায় যা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণে, মূলধন দ্রব্য আমদানিতে ভূমিকা রাখে।

অনলাইন ব্যাংকিং

সমাজসেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী একটি ব্যবসায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তবে বর্তমানে Corporate Social Responsibility (CSR) এর আওতায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত। যেমন: সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, এইডস-এর ভয়াবহতা প্রতিরোধ, বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসায় অনুদান, এসিড দগ্ধ নারীদের চিকিৎসা, সামাজিক বনায়ন, গরিব মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান, ক্রীড়া ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা, এতিম ও নেশায় আক্রান্তদের পুনর্বাসন, মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাহায্য, বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিবহণ যান (এ্যাম্বুলেন্স, পিকআপ ভ্যান, মাইক্রোবাস) প্রদান, রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলে দান, শহরের শোভাবর্ধন এবং গরিব অসহায় ও দুস্থদের মাঝে রিক্সা-ভ্যান দান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনলাইন ব্যাংকিং

সমাজসেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

বাণিজ্যিক ব্যাংক সমাজের সুস্থ পরিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জনগণের আস্থা অর্জন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষার প্রসার, বাল্য বিবাহ রোধ ও এর কুফল সম্পর্কে প্রচারণা, পরিবেশ বিপর্যয় রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ইভটিজিং প্রতিরোধে, মাদকের কুফল, সমাজের বৃদ্ধ ও পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ, যৌতুক প্রথার কুফল, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ভূমিকা, সংক্রামক ব্যাধি মোকাবেলায় সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করছে।

গরিব মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান, বিনাসুদে ও কম সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলছে। এসিড দগ্ধ নারী, ঠোঁটকাটা ও তালুকাটা রোগীদের চিকিৎসার খরচ বহন করে, দুর্যোগের সময় খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন মানবিক সাহায্য প্রদান করছে।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

ব্যাংকিং সেবা দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে গ্রামেগঞ্জে। এতে বড় ভূমিকা রাখছে 'এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা'। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় দেওয়া ভাতা; স্কুল শিক্ষার্থীদের স্কুলে বসেই এ সেবা ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ করেছে অনেক ব্যাংক। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীদের মাসভিত্তিক ভাতা প্রদান, পোশাককর্মীদের বেতন সহজে পরিশোধে, কৃষকদের ঋণ সুবিধা দিতে এ সেবার পাশাপাশি USAID এর সুবিধা দিতে চালু হয়েছে বিশেষ কার্ড।

এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিরলস সেবা প্রদান করছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বোঝায়, যার মধ্যে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংক কীরূপ সহায়তা প্রদান করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

অনলাইন ব্যাংকিং

সমাজসেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠন অপরিহার্য। বাণিজ্যিক ব্যাংক তার আমানতের ওপর সুদ প্রদান করে জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্রিত করে দেশের মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক অলসভাবে পড়ে থাকা সঞ্চয়কে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে বিভিন্ন উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করতে সহায়তা করে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এ ব্যাংকসমূহ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুন্ডি বাট্টাকরণের দ্বারা বাণিজ্য সম্প্রসারিত করে থাকে।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা

দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও বাণিজ্যিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাংক আমানত হিসেবে যা গ্রহণ করে তা থেকে ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের চাকা সচল রাখে। এছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে কলকারখানা গড়তে সহায়তা করে। বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য যেসব কৃষি উপকরণ প্রয়োজন যেমন-জমি চাষের জন্য ট্রাক্টর, সেচের জন্য গভীর-অগভীর নলকূপ, উন্নতমানের বীজ, পাওয়ার পাম্প, সার, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য কৃষকদের প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে কৃষকদের এ মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ দিচ্ছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান করে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে। এছাড়া বৈদেশিক বিনিময় বিল গ্রহণ অথবা তা বাট্টা করে ভাঙিয়ে দেওয়া, এল, সি (Letter of Credit) জারি, টেলিগ্রাফিক ও মেইল ট্রান্সফার ইত্যাদির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাংক দেশের মূলধন উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে সহজে স্থানান্তর করে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। এর ফলে মূলধনের গতিশীলতা বাড়ে এবং মূলধন ঘাটতি অঞ্চলে উৎপাদনমূলক কাজ করা সহজতর হয় এবং সমাজে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ১১ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. 'Money is what Money does' সংজ্ঞাটি কোন অর্থনীতিবিদের?[আলিম '১৮; চ. বো. '১৯]

(ক) রবার্টসন (খ) ওয়াকার (গ) ক্রাউথার (ঘ) কেইন্স

২. নিচের কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা? [আলিম '১৮]

(ক) ১০০ টাকার প্রাইজ বন্ড (খ) ১০০ টাকার নোট (গ) ১০ টাকার নোট (ঘ) ৫ টাকার কয়েন

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন আমানতের ওপর সুদ দেয় না? [ঢা. বো. '১৭]

(ক) চলতি আমানত (খ) সঞ্চয়ী আমানত (গ) স্থায়ী আমানত (ঘ) মেয়াদি আমানত

৪. কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা?[ঢা. বো. '১৭; অনুরূপ, দি. বো. '১৯]

(ক) ২ টাকার নোট (খ) ৫ টাকার নোট (গ) ১০ টাকার নোট (ঘ) ১০০০ টাকার নোট

৫. কোনটি অসীম বিহিত মুদ্রা?[কু. বো. '১৭]

(ক) ৫০০ টাকার চেক (খ) ৫০০ টাকার ড্রাফট

(গ) ৫০০ টাকার নোট (ঘ) ৫০০ টাকার প্রাইজবন্ড

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. ফিশারের বিনিময় সমীকরণে 'MV' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?[রা. বো. '১৭]

(ক) মূল্যস্তর (খ) অর্থের চাহিদা (গ) অর্থের যোগান (ঘ) বিহিত মুদ্রার পরিমাণ

৭. কোন ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন করে?[য. বো. '১৭]

(ক) সোনালি ব্যাংক লিঃ (খ) জনতা ব্যাংক লিঃ

(গ) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক

৮. মুদ্রার চাহিদা হলো-[সি. বো. '১৭]

(ক) দামস্তর (P) × মুদ্রার পরিমাণ (M)

(খ) মুদ্রার পরিমাণ (M) × অর্থের প্রচলন গতি (V)

(গ) অর্থের প্রচলন গতি (V) × লেনদেনের পরিমাণ (T)

(ঘ) দামস্তর (P) × লেনদেনের পরিমাণ (I)

৯. মুদ্রার মূল্য (V) প্রধানত নিম্নের কোনটির ওপর নির্ভরশীল? [সি. বো. '১৭]

(ক) দাম (খ) আয় (গ) সঞ্চয় (ঘ) আমানত

১০. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়?[সি. বো. '১৭]

(ক) নোট ইস্যু (খ) ঋণ নিয়ন্ত্রণ (গ) আমানত গ্রহণ (ঘ) নিকাশ ঘর পরিচালনা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. ফিশারের বিনিময় সমীকরণে 'MV' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?[রা. বো. '১৭]

(ক) মূল্যস্তর (খ) অর্থের চাহিদা (গ) অর্থের যোগান (ঘ) বিহিত মুদ্রার পরিমাণ

৭. কোন ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন করে?[য. বো. '১৭]

(ক) সোনালি ব্যাংক লিঃ (খ) জনতা ব্যাংক লিঃ

(গ) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক

৮. মুদ্রার চাহিদা হলো-[সি. বো. '১৭]

(ক) দামস্তর (P) × মুদ্রার পরিমাণ (M)

(খ) মুদ্রার পরিমাণ (M) × অর্থের প্রচলন গতি (V)

(গ) অর্থের প্রচলন গতি (V) × লেনদেনের পরিমাণ (T)

(ঘ) দামস্তর (P) × লেনদেনের পরিমাণ (I)

৯. মুদ্রার মূল্য (V) প্রধানত নিম্নের কোনটির ওপর নির্ভরশীল? [সি. বো. '১৭]

(ক) দাম (খ) আয় (গ) সঞ্চয় (ঘ) আমানত

১০. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়?[সি. বো. '১৭]

(ক) নোট ইস্যু (খ) ঋণ নিয়ন্ত্রণ (গ) আমানত গ্রহণ (ঘ) নিকাশ ঘর পরিচালনা

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ১০ : মুদ্রা ও ব্যাংক

টপিক – ১২ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

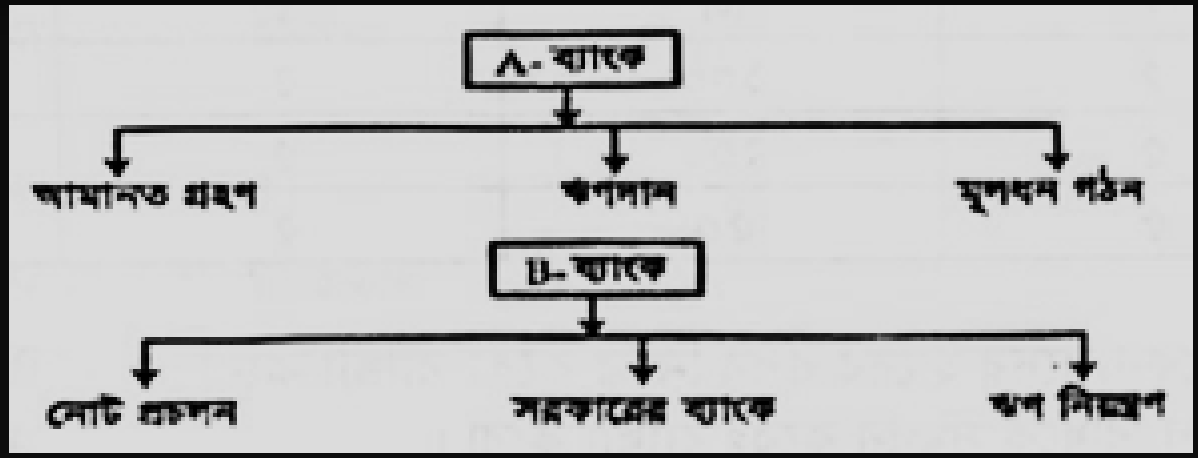

[য. বো. '১৯]

(ক) বিহিত মুদ্রা কত প্রকার?

(খ) মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্রেতা ও ভোগকারী কীভাবে প্রভাবিত হয়?

(গ) A-ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যাবলি ছাড়া উক্ত ব্যাংকের আরো তিনটি কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) B-ব্যাংকটি চিহ্নিত করে উক্ত ব্যাংকটির ঋণ নিয়ন্ত্রণের তিনটি হাতিয়ার বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. জুয়েল একটি ব্যাংকে চাকরি করেন যাকে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক বলা হয়। ব্যাংকটি নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। তার বন্ধু মি. রুবেল অন্য আরেকটি ব্যাংকে চাকরি করেন, যেটি জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে ঋণ প্রদান করে। [ব. বো. '১৯]

(ক) বিহিত মুদ্রা কী?

(খ) মুদ্রার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের আলোকে মি. জুয়েলের ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোচিত দুটি ব্যাংক এক নয়। ব্যাখ্যা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. রায়হান একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তার প্রতিষ্ঠানটি আমানত গ্রহণ করার পাশাপাশি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান এবং ঋণ আমানত সৃষ্টি করে থাকে। অন্যদিকে মি. কবির একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যেটি দেশের ঋণ তদারকি, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

[দি. বো. '১৯]

(ক) বিহিত মুদ্রা কাকে বলে?

(খ) অর্থের মূল্যের সাথে দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক লেখ।

(গ) মি. রায়হান-এর প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) মি. রায়হান এবং মি. কবিরের প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

THANK YOU